ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-72 ■ 18 December, 2024 ■ আগরতলা ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লোকসভায় ‘এক দেশ এক ভোট’ বিল পেশ হতেই হট্টগোল

পক্ষে ভোট ২৬৯টি, বিপক্ষে ১৯৮টি

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। লোকসভায় পেশ হলো এক দেশ, এক নির্বাচন বিল। এদিন বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ২৬৯টি, বিপক্ষে ১৯৮টি।

নির্ধারিত সময় মেনে মঙ্গলবার সংসদে এক দেশ, এক নির্বাচন বিল লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। মেঘওয়াল জানান, সরকার বিলটি আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠাবে।

উল্লেখ্য, বিরোধীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও লোকসভায় পেশ হয়ে যায় বিলটি। এক দেশ, এক নির্বাচনের পক্ষে কেন্দ্রের তরফে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এর ফলে নির্বাচন করার বিপুল খরচে রাশ টানা যাবে। বারবার ভোটের জন্য সরকারি কাজকর্ম, উন্নয়ন প্রকল্পে থমকে যায়। একসঙ্গে নির্বাচন হলে তার অনেকটাই সমাধান হবে।

এদিকে, মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ হল ‘এক দেশ এক ভোট’ বিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরোধিতায় গর্জে উঠল বিরোধী রাজনৈতিক শিবির। কংগ্রেসের মণীশ তিওয়ারি থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সকলেই এই বিল এখনই বাতিল করার দাবি জানান। তাঁদের মূল বক্তব্যই হল, এই বিল আদতে দেশের গণতন্ত্রের ওপর সরাসরি আঘাত করছে। এর মাধ্যমে একনায়কতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টা হচ্ছে বলেও অভিযোগ বিরোধী দলগুলির।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন মেঘওয়াল এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ সংসদে এই বিল পেশ করেন। ‘এক দেশ এক ভোট’ সংক্রান্ত দু’টি বিল মঙ্গলবার পেশ করা হয়। সংবিধান (১২৯তম সংশোধনী) বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল। তারপরই কার্যত হই হট্টগোল শুরু হয়। কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি বলেন, এই বিল একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে দেশে। তাই এই বিল দ্রুত সম্ভব বাতিল করা উচিত। অন্যদিকে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, সংবিধানের ভিতকেই নড়িয়ে দিচ্ছে এই বিল। কোনও ভাবেই এটি লাগু হওয়া উচিত নয়। তাঁর স্পষ্ট কথা, ব্যক্তিভিত্তিক স্বার্থরক্ষার জন্যই এই বিল আনা হয়েছে।

বিজেপি কী ভাবে এই বিল লোকসভায় পাশ করাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ডিএমকে। স্তালিনের দলের সাংসদ টিআর বালুর বক্তব্য, “এই সরকারের যখন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নেই, তারা কিসের ভরসায় এই বিল পেশ করছে সংসদে?” আপত্তি জানিয়েছেন মিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসিও।

অপরদিকে, জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি (জেপিসি) বা যৌথ সংসদীয় কমিটিতে যাচ্ছে ”এক দেশ, এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুশাসনের প্রতীক হয়ে উঠেছে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর ।। রাজস্থান রাজ্য সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ”এক বর্ষ-পরিনাম উৎকর্ষ” শীর্ষক একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারের এক বছর পূর্তি সফলভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য রাজস্থান সরকার এবং রাজ্যবাসীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। রাজস্থানের উন্নয়নমূলক কাজকর্মে নতুন দিশা ও গতি প্রদানের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর টিমের প্রশংসা করেছেন। সরকারের প্রথম বছরটি আসন্ন বহু বছরের উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

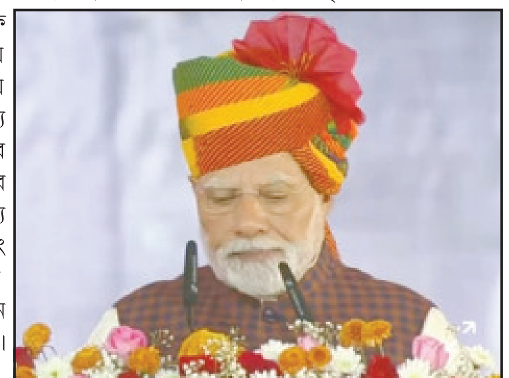

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের অনুষ্ঠানটি কেবল সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে নয়, রাজস্থানের উজ্জ্বল ঔজ্জ্বল্য এবং রাজস্থানের উন্নয়নের উৎসবেরও প্রতীক। রাইজিং রাজস্থান সামিট ২০২৪-এ তাঁর সাম্প্রতিক সফরের কথা স্মরণ করে শ্রী মোদী বলেন, বিশ্বজুড়ে বহু বিনিয়োগকারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আজ ৪৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পগুলি রাজস্থানের জল সংক্রান্ত বাধাগুলির উপযুক্ত সমাধান করবে এবং রাজস্থানকে ভারতের মধ্যে অন্যতম সুসংযুক্ত রাজ্যে পরিণত করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই উন্নয়নমূলক কাজগুলি আরও বেশি বিনিয়োগকারীদেরকে আমন্ত্রণ জানাবে, প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে, পর্যটন ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি রাজস্থানের কৃষক, মহিলা ও যুবকদের উপকৃত করবে।

শ্রী মোদী বলেন, ‘কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার আজ সুশাসনের প্রতীক হয়ে উঠছে’। তিনি বলেন, তাঁদের সরকার গৃহীত সংকল্পগুলির সাফল্য সুনিশ্চিত করবে। পরপর তিনবার তাঁদের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারতবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ৬০ বছরে পরপর তিনবার একই দলের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের নজির আর নেই। শ্রী মোদী মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার

সংসদ চত্বরে সরব বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.)।। মঙ্গলবার কংগ্রেসের সাংসদেরা একজোট হলেন সংসদের বাইরে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিরোধী দলের সাংসদরা। হাতে প্ল্যাকার্ড-এর পাশাপাশি প্রতীকী ব্যাগ কাঁধে নিয়ে প্রতিবাদে নামেন তাঁরা।

জানা গেছে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস সাংসদ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিচারের দাবিতে মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে জড়ো হন। তাঁরা হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে প্রতিবাদ করেন। তাতে লেখা ছিল “বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াও”। তাঁরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়ে স্লোগান দেন।

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ফের রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক বৃদ্ধার ।আগরতলা সাব্রুমগামী রেলে কাটা পরে মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার। ঘটনায় বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দক্ষিণ চড়িলাম কড়ুই মুড়া পোদ্দার পাড়া তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ এবং দমকলবাহিনী। দমকলবাহিনী মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

সমীর পোদ্দার নামে এক যুবক সংবাদ বলেছেন, এই এলাকার ৯৫ বছরের স্বামীহারা বৃদ্ধা ভালোবাসা পোদ্দার সব সময় মাটিতে ভর দিয়ে দিয়ে রেল রাস্তা অতিক্রম করেন। বয়সের ভারে সোজা হয়ে হাঁটাচলা করতে পারেন না। দুই হাতে এবং দু পায়ে মাটিতে ভর দিয়ে দিয়ে চলাফেরা করেন। মঙ্গলবার দিন সকাল বেলা রেল রাস্তা অতিক্রম করে বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ট্রেনের চাকার নিচে পড়ে দ্বি খন্ডিত হয়ে যায় ভালবাসা পোদ্দরের দেহ। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। সাথে ছুটে গিয়েছে এলাকাবাসী। দমকলবাহিনীরা মৃতদেহকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শিশুশ্রম রুখতে প্রশাসনের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। শিশু শ্রমিক বন্ধ করতে অভিযানে নামলো প্রশাসন। মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় শিশুশ্রম রুখতে অভিযান চালানো হয়েছে।

পশ্চিম জেলাশাসকের টাস্ক ফোর্স তথা শিশু সুরক্ষা কমিশন ও শ্রম দপ্তর ও চাইল্ড লাইন এবং সদর মহকুমা শাসকের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ১৮ বছরের নিচে থাকা শিশুদের উদ্ধার করে শেল্টার হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়।

আগরতলা জেল রোড স্থিত বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১২দিন ব্যাপী এনসিসি শিবিরের উদ্বোধন

ছেলেমেয়েদের দেশ রক্ষার মানসিকতা গঠনের শিক্ষা দেয় এনসিসি ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। আজ আগরতলার ভগৎ সিং যুব আবাস মাঠে আয়োজিত ”এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত”শীর্ষক এন সি সি শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। আজ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপী এই শিবিরে দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, ত্রিপুরা, মণিপুর, আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং মেঘালয় রাজ্য থেকে ৫০০ জন এনসিসি ক্যাডেট অংশগ্রহণ নিয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল এনসিসি”র অধিকর্তার কার্যালয় ও ১৩-এনসিসি ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল শ্রী নাল্লু বলেন, ভারতবর্ষের বৈচিত্রময় সংস্কৃতি ও ঐক্যকে উর্ধে তুলে ধরতে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এক অনন্য প্রয়াস। ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস (এনসিসি) বিভিন্ন রাজ্যের ভাষা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্দিরার ছবি খুলে নেওয়ায় প্রতিবাদ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। ইন্দিরা গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের ছবি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই ছবি খুলে নেওয়ার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে যুব কংগ্রেস।

দেশের সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয় থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের আত্মসমর্পণের ছবি খুলে নেওয়ার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে যুব কংগ্রেস। ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের যে ছবি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে লাগানো হয়েছিল সেই ছবি খুলে নেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের ছবি পুনরায় স্থাপন করার দাবি জানানো হয়েছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ ডিসেম্বর ।। কৈলাসহরে শুরু হয়েছে সিপিএমের দুদিন ব্যাপী মহকুমা সম্মেলন। মঙ্গলবার কৈলাসহরের নজরুল কোলক্ষেত্রের সামনে প্রকাশ্যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আগামীকাল দ্বিতীয় দিন হবে অভ্যন্তরীণ সম্মেলন।

বামফ্রন্টের কৈলাসহর বিভাগীয় দু’দিনব্যাপী সম্মেলনের প্রথম দিন প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চোধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যে একটি সরকার বসে আছে যারা শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বনাশ করে দিয়েছে। বিদ্যাজ্যোতি ইত্যাদি প্রকল্প বসিয়ে স্কুলগুলোর বারটা বাজিয়েছে। ফলে ব্যাঙে ছাতার মত প্রাইভেট স্কুল গজিয়ে উঠেছে। তাছাড়া সর্বস্তরে স্কুলগুলোতে শিক্ষক নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি। এই সবকিছুর জন্যই রাজ্য সরকারকে দায়ী করেছেন তিনি।

সভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার প্রশ্ন তুলে বলেন, বিজেপি সরকার কি আদৌও মানুষের স্বার্থে উন্নয়ন করেছে। কয়টা স্কুল কয়টা হাসপাতাল করেছে। মানুষের অন্নের আদৌও কি ব্যাবস্থা করেছে। তিনি বলেন মানুষের উন্নয়নে কোনো ভুমিকা এই সরকারের নেই। মানুষ তার মৌলিক অধিকার হারিয়েছে। এই সরকার কেড়ে নিয়েছে মানুষের অধিকার। ৩২বছর কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে বামফ্রন্টের সরকার বসেছিল। এদিন তিনি তার বক্তব্যে বিজেপির সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে ধরেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের দাবি চাকুরি প্রত্যাশীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর ।। অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বছরের পর বছর সময় কাটিয়ে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। চাকুরী প্রত্যাশীরা বঞ্চনার অবসান করে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবি জানিয়েছে।

২০২২ সালে প্রথম এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ফায়ারম্যান এবং ড্রাইভারের নিয়োগ প্রক্রিয়ার কথা বলেন। ২০২২ সালের ৬ই মে প্রথম বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। যেখানে বলা হয় ৩০৪ জন ফায়ারম্যান এবং ২৫ জন ড্রাইভার নিয়োগ করা হবে। যথারীতি পুরো ত্রিপুরার সমস্ত মহকুমাতে ফর্মফিলাপ ও জমা করার কার্য্য শুরু হয়। যেখানে অনুমানিক ২৮ থেকে ২৯ হাজার আবেদন জমা পড়ে। যথারীতি শুরু হয় শারীরিক পরীক্ষা বিভিন্ন মহকুমায়। পুরো ত্রিপুরার সমস্ত কেন্দ্রের থেকে থেকে ১৭০০ জন আবেদনকারীকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য বাছাই করা হয় এবং ৮ জুন ২০২৩ সালে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। তারপর থেকে এখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০ দিন বন্ধ থাকার পর

মনু ল্যান্ড কাস্টমসে পুনরায় চালু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু আক্রান্তের ঘটনায় ত্রিপুরায় প্রতিবাদের জেরে কৈলাসহরে মনু ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে দীর্ঘ ২০ দিন পর ওই স্টেশন দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালু হয়েছে। আজ বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫ গাড়ি মাছ আমদানি হয়েছে বলে জানান আমদানি রপ্তানিকারক লিটন মিয়া।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির প্রতিবাদে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে গত ২৭ নভেম্বর ব্যারিকেড ফেলে কৈলাসহরস্থিত মনু ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি ওইদিন থেকেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শিক্ষাভবনে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার শিক্ষাভবনে বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তার কাছে আট দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে আট দফা দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড এসোসিয়েশন।

এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন সাহা এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে জানান, নরসিংগড় ব্লাইন্ড বয়েজ এবং গার্লস স্কুলে দীর্ঘদিন ধরেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। বিশেষ করে গার্লস স্কুলে শিক্ষক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। অবিলম্বে ব্লাইন্ড বয়েজ এবং গার্লস স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে এদিন ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ব্লাইন্ড স্কুলগুলো মূলত সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর পরিচালনা করলেও শিক্ষক প্রদানের বিষয়টি প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষা দপ্তর করে থাকে। সেই কারণেই উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ কিংবা অতিসত্বর ডেপুটেশনের শিক্ষক পাঠানোর দাবি জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। পাশাপাশি দৃষ্টিহীন ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের জন্য বিষয় ভিত্তিক ব্রেইল বই সরবরাহ করার দাবি জানানো হয়।

প্রতিটি সরকারি দপ্তরে দৃষ্টিহীনদের জন্য উপযুক্ত শৌচালয় নির্মাণের দাবি জানানো হয়। প্রতিবন্ধী অধিকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত এসআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর।। কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন পুলিশের এএসআই সেবক চন্দ্র বিশ্বাস। তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখে ঘটনাটিকে সন্দেহজনক বলে মনে করছেন মৃতের পরিবার। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত রবিবার বিলোনিয়া আদালতে কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পুলিশের এএসআই সেবক চন্দ্র বিশ্বাস। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
২ পৌষ, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও বাস্তব

ডিজিটাল ইন্ডিয়া হইল ভারতের একটি জাতীয় উদ্যোগ, যাহা ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে শুরু হইয়াছিল। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশকে একটি ডিজিটাল অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সমাজে রূপান্তর করা। এই প্রকল্পটি দেশের নাগরিকদের কাছে ডিজিটাল পরিষেবা সহজলভ্য করিবার পাশাপাশি ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি করিবার দিকে মনোযোগ দেয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি নাগরিককে একটি ইউনিক ডিজিটাল পরিচয় প্রদান করা (যেমন, আধার), ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি করা, এবং গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ব্রডব্যান্ড পৌঁছিয়া দেওয়া।অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরকারি সেবাগুলি জনগণের কাছে পৌঁছিয়া দেওয়া এবং কাগজবিহীন প্রশাসন গড়িয়া তোলা।সাধারণ মানুষের মধ্যে ডিজিটাল দক্ষতা উন্নত করিয়া তাহাদের ই-গভর্নেন্স এবং ই-কমার্সের সুযোগ নিতে সক্ষম করা।নতুন স্টার্টআপ এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক ব্যবসার জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম গড়িয়া তোলা।ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ রহিয়াছে।

অনলাইন লেনদেন নিয়া বিপুল চর্চা মানেই কিন্তু তাহা সফল নয়! কারণ, এই ধরনের 'যুগান্তকারী' উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করিয়া সমাজের ভিতের উপর। অর্থাৎ শিক্ষা। আর নরেন্দ্র মোদির এই সাধের স্লোগানের ছিটেফোঁটাও পৌঁছায়নি দেশের সিংহভাগ স্কুলে। সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারই জানাইয়াছে, ভারতের ৭৬ শতাংশ সরকারি স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগ নাই। সংখ্যার বিচারে ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩৮৬টি। সমাজ গড়িবার কারিগর তৈরি হয় বিদ্যালয়ে। আর সেখানেই যখন ন্যূনতম ইন্টারনেট পরিষেবা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কীসের সফল ডিজিটাল ভারত?

লোকসভায় শিক্ষামন্ত্রকের কাছে কংগ্রেস সাংসদ জিকে পারাভি এবং আইইউএমএলের সাংসদ এমপিএ সামাদানি জানিতে চাহিয়াছিলেন, এই মুহূর্তে দেশের কতগুলি সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ রহিয়াছে। তাহারই লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরীর পেশ করা পরিসংখ্যানে চোখ কপালে উঠিয়াছে শিক্ষা মহলের। উদ্বেগের ভাঁজও বাড়িয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে দেশের মোট ১০ লক্ষ ২২ হাজার ৩৮৬টি সরকারি স্কুলের মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগ রহিয়াছে মাত্র ২ লক্ষ ৪৭ হাজার বিদ্যালয়ে। অর্থাৎ, মাত্র ২৪.১৬ শতাংশ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হইল, বহু রাজ্যেই সরকারি স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম। যেমন, উত্তরপ্রদেশে মাত্র ৮.৮১ শতাংশ, ত্রিপুরায় ১৬ শতাংশ, উত্তরাখণ্ডে ১৫.৬২ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ১৭.৭৭ শতাংশ, অসমে ১০.২৯ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ রহিয়াছে। আর এক 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্য বিহারের সরকারি স্কুলে এই হার মাত্র ৫.৮৫ শতাংশ। অর্থাৎ, কেন্দ্রের যে বিজেপি সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া নিয়া প্রবল ঢাকঢোল পিটিয়ে যাইতেছে , সেই 'ডাবল ইঞ্জিন' রাজ্যগুলিতে তাহা বাস্তবায়িত করিতে হিমশিম খাইতেছে। এরই পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রীর সংসদে পেশ করা রিপোর্ট দেখাইতেছে , ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে দেশের বেসরকারি স্কুলগুলির পরিস্থিতি তুলনায় ঢের ভালো। কারণ, সারা দেশে বেসরকারি স্কুলের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৪৪টি। এর মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগ রহিয়াছে ২ লক্ষ ২৭৪টিতে। অর্থাৎ, দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ বেসরকারি স্কুলই ইন্টারনেট পরিষেবা পায়। তার মানে কি সরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা সার্বিক পরিকাঠামো থেকেই বঞ্চিত হইতেছে? এই প্রশ্ন কিন্তু উঠিয়াছে। বিষয়টি নিয়া ইতিমধ্যেই রীতিমতো চর্চা শুরু হইয়াছে। লিখিত প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী জানাইয়াছেন, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষ থেকেই 'নিষ্ঠা' (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ ফর স্কুল হেডস অ্যান্ড টিচার্স হোলিস্টিক অ্যাডভান্সমেন্ট) কর্মসূচি চালু করা হইয়াছে। ২০২০ সালের অক্টোবর থেকে অনলাইন মাধ্যমেও 'নিষ্ঠা' প্রকল্প চালু হইয়াছে। বিরোধীদের কটাক্ষ, এটা কি সাফাই নয়? পঠনপাঠনে কোনও খামতি রাখা হইতেছে নাএটা বুঝিয়ে কি ড্যামেজ কন্টোল করিতে চাইছে কেন্দ্র?

ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্প ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তবে এর পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

উয়েফা মহিলাদের ইউরো ২০২৫ ড্র: বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেনের সঙ্গে গ্রুপ পর্বে আছে ইতালি, বেলজিয়াম, পর্তুগাল

লুসান, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সোমবার লুসানে অনুষ্ঠিত হল মহিলা ইউরো ২০২৫ এর ড্র। টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে বিশ্বকাপ বিজয়ী স্পেন সঙ্গে আছে ইতালি, বেলজিয়াম এবং পর্তুগাল ।ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নস এবং ২০২৩ বিশ্বকাপের রানার্সআপ ইংল্যান্ডের সঙ্গে আছে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস এবং ওয়েলস। ২০২২ সংস্করণে ইংল্যান্ড ফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয়লাভ করে।২০২৫ সংস্করণটি সুইজারল্যান্ডে দুই থেকে ২৭ হবে ।প্রথমবারের মতো দেশটি টুর্নামেন্টের আয়োজক হবে। নরওয়ে, আইসল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ডের পাশাপাশি স্বাগতিককে গ্রুপ এ-তে রাখা হয়েছে।

উয়েফা মহিলাদের ইউরো ২০২৫ গ্রুপ:
গ্রুপ এ: সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড
গ্রুপ বি: স্পেন, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ইতালি
গ্রুপ সি: জার্মানি, পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন
গ্রুপ ডি: ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ওয়েলস, নেদারল্যান্ডস।

কিরগিওস, জোকোভিচ ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালে একসাথে ডাবলস খেলবেন

ব্রিসবেন, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): নিক কিরগিওস এবং নোভাক জোকোভিচ ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালে পুরুষদের ডাবলস খেলবেন।

ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনাল ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে ৫ জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে।

এটিপি সাতটি শিরোপা জয়ী ২৯ বছর বয়সী কিরগিওস ২০২২ ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালের পর থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কব্জি এবং হাঁটুর আঘাতের কারণে ছিটকে পড়েছিলেন। কিরগিওস ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করেছিলেন হাঁটুতে আঘাতের কারণে। এরপর তাঁর অস্ত্রোপচারের হয়। সেই বছরের শেষের ফ্রেঞ্চ ওপেনেও খেলতে পারেননি।

প্রকাশিত হল দ্বাদশীর "সৃস্টিস সিলি পোয়েম"

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন " পোয়েট্রি ইজ হোয়েন অ্যান ইমোসন হ্যাজ ফাউন্ড ইটস থট অ্যান্ড দ্য থট হ্যাজ ফাউন্ড ওয়ার্ডস"। এমন সব আবেগমথিত শব্দের সমাহারে সজ্জিত ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ "সৃস্টিস সিলি পোয়েম" সোমবার প্রকাশিত হল ক্যালকাটা ক্লাবে।

গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং ভারতবর্ষের প্রথম লোকপাল পিনাকী চন্দ্র ঘোষ। ১২ বছরের মেয়ে সৃষ্টি সহায়ের লেখা ৫৫টি কবিতায় সমৃদ্ধ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন বুকস আন্ড টি প্রকাশক সংস্থা।

মেন্ডেলিভের পর্যায় সারণি

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯। উশকোখুশকো চুল, লম্বা দাঁড়ি। তরুণ মানুষটি ৬৩টা কার্ড নিয়ে বসেছেন। মেলাতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাল খুঁজে পাচ্ছেন না। কেবল নাস্তা করেছেন তিনি। একটুপর ট্রেন ধরতে হবে। সময় কাটাতে কার্ড নিয়ে বসেছেন। এই কার্ডগুলো তিনি বানিয়েছেন সলিটেয়ার গেমটার অনুকরণে। এই খেলায় তাসের কার্ডগুলোকে সাজাতে হয় নির্দিষ্ট বিন্যাসে। তিনিও এই কার্ডগুলোকে সাজাতে চান। প্রতিটা কার্ডে বেশ কিছু সংখ্যা ও কিছু অক্ষর হিজিবিজি করে লেখা। মানুষটির নাম দিমিত্রি মেন্ডেলিভ। কার্ডগুলোতে লেখা আছে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব মৌলের পারমাণবিক ভর ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। নানাভাবে সাজানোর চেষ্টা করে মেন্ডেলিভ টের পেলেন, মৌলগুলোকে পারমাণবিক ভরের ক্রমে সাজাতে গেলে মাঝে কিছু ফাঁকা থেকে যায়। এগুলোই তাঁর সাজানোতে গোল বাঁধাচ্ছে। রোখ চেপে গেল। মাথা থেকে হারিয়ে গেল ট্রেনের চিন্তা। টানা তিন দিন তিন রাত এ নিয়েই পড়ে রইলেন মানুষটি। তারপর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন একটা সারণি। কার্ডগুলো তাতে খোপে খোপে বসে আছে। মাঝে মাঝে কিছু ফাঁকা ঘর। এসব ঘরে বসানোর মতো কার্ড তাঁর কাছে নেই। ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দ্রুত সারণিটা আঁকলেন একটা খাতায়। পৃষ্ঠার ওপরে বড় বড় করে লিখলেন, পিরিয়ডিক টেবল অব দ্য এলিমেন্টস। মৌলের পর্যায় সারণি।

পর্যায় সারণির নাম শোনেননি, এমন কাউকে বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেকে বলেন, এক পৃষ্ঠায় এটি সমগ্র রসায়নকে ধারণ করে। কথাটি শতভাগ সত্য নয়, বলা বাহুল্য। রসায়ন মানে শুধু মৌলদের সারিবদ্ধ তালিকা নয়। শক্তির বিষয় আছে, বিক্রিয়ার নানা ধরন আছে, এনট্রপির বাড়া-কমা আছে, আছে আরও অনেক কিছু। তবে পর্যায় সারণিও আসলে শুধু মৌলদের তালিকা না। এর ক্রমবিন্যাস, ডানে-বাঁয়ে ও মাঝে বসানো মৌলগুলোর ধর্মের পর্যায়বৃত্ততা, ওপর- নিচ অনুযায়ী তাদের ধর্মের কমা-বাড়াএককথায় একে বলতে হয় জিনিয়াস! মানুষের মেধার অন্যতম সর্বোচ্চ প্রয়োগ। পদার্থবিজ্ঞানীরা যেমন সবকিছুকে এক সুতোয় গাঁথার জন্য থিওরি অব এভরিথিং বা সবকিছুর তত্ত্ব খুঁজছেন, বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানের যেমন রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড মডেল; রসায়নের জন্য সেই কাজটি করে ফেলেছেন দিমিত্রি মেন্ডেলিভ। এক পৃষ্ঠায় তিনি সব মৌলকে সাজিয়ে ফেলেছেন। এই একটি পৃষ্ঠা অনেক, অনেক কিছু বলতে পারে যেকোনো রসায়নবিদকে। যে মানুষটি এই পথ দেখিয়ে গেছেন, তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি! ভাবলে অবাক লাগে না? কারণটা বোঝা অবশ্য খুব কঠিন নয়। আলবার্ট আইনস্টাইন যেমন আপেক্ষিকতা তত্ত্বের জন্য নোবেল পাননি, মেন্ডেলিভও তেমন পাননি পর্যায় সারণির জন্য। কারণ দুক্ষেত্রে মোটামুটি একইএর প্রমাণ ও প্রয়োগ সে কালে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি মানুষ। কেউ কেউ এও বলতে পারেন, মেন্ডেলিভ রাশান বলে নোবেল পাননি। তবে সে প্রসঙ্গটা আপাতত তোলা থাকুক। মেধাবীদের যে ছবি আমাদের মনে গাঁথা, মেন্ডেলিভ ঠিক তা-ই। আদর্শ মেধাবী! তাঁর গল্পটা জানা থাকলেই বুঝে যাবেন, বাড়িয়ে বলছি না একবিন্দুও। ১৮৩৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় জন্ম। পুরো নাম, দিমিত্রি ইভানোভিস মেন্ডেলিভ। বাবা ইভান মেন্ডেলিভ ছিলেন শরীরচর্চার শিক্ষক। মা মারিয়া মেন্ডেলিভ গৃহিণী। বাবা-মায়ের ১৩তম সন্তান তিনি। তাঁর জন্মের বছরই বাবা অন্ধ হয়ে যান। বাধ্য হয়ে তাঁর মা কাজ নেন একটি কাচ কারখানায়। কয়েক বছর এভাবে টেনে চলল। তারপর, ১৮৪৭ সালে মারা গেলেন তাঁর বাবা। পরের বছর, ১৮৪৮ সালে পুড়ে গেল সেই কারখানা, যেখানে তাঁর মা কাজ করতেন। পড়াশোনার সব দ্বার প্রায় বন্ধ হয় হয়। মা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। বাধ্য হয়ে পাড়ি জমান রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে। না, আশপাশের শহর না, প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে। সেখানে মেন্ডেলিভ ভর্তি হন একটি স্কুলে। ভাগ্য তখন চূড়ান্ত আঘাত হানে। মেন্ডেলিভ স্কুলে ভর্তি হওয়ার ঠিক ১০ দিন পর যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান তাঁর মা। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কেউ কেউ থমকে যান। মেন্ডেলিভ থমকে গেলেন না। শুরু করলেন যুদ্ধ। জীবনযুদ্ধ।

১৮৫৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করে শিক্ষকতা শুরু করলেন ক্রিমিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানে। দুমাস চাকরি করলেন, তারপর আবার ফিরে গেলেন সেন্ট পিটার্সবার্গে। সেখানে ভর্তি হলেন জৈবরসায়নে, মাস্টার্সে। একমনে পড়াশোনা শেষে ডিগ্রি ও বৃত্তি নিয়ে তারপর পাড়ি জমালেন জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৮৬১ সালে আবার ফিরলেন রাশিয়া। সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে যোগ দিলেন অধ্যাপনায়। উশকো-খুশকো চুল, লম্বা দাঁড়িপাগলাটে দেখতে মানুষটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন দারুণ জনপ্রিয়। ততদিনে বিশ্ব- রসায়ন খেই হারিয়ে পথ খুঁজছে। রসায়নবিজ্ঞানীরা অনেকগুলো মৌল আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু এগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক বা সাধারণ নাম নিয়ে একমত ছিলেন না কেউই। ২৭ বছরের তরুণ মেন্ডেলিভ এ অবস্থা পরিবর্তন করতে চান। তবে পর্যায় সারণি বানিয়ে ফেলার পরিকল্পনা তাঁর ঠিক ছিল না।

তিনি একটা বই লিখলেন জৈবরসায়ন নিয়ে। নাম, অর্গানিক কেমিস্ট্রি (১৮৬১)। তাঁর বইটিকে সেকালে লেখা এ বিষয়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বই বলে মনে করা হয়। অথচ মেন্ডেলিভ টের পেলেন, এ জিনিস কেউ বুঝতে পারছে না। শিক্ষার্থীরা খেই হারিয়ে ফিরছে। এ অবস্থার কারণ ওটাইমৌলগুলোর কোনো শ্রেণিবিন্যাস নেই, নেই কোনো সাধারণ নাম। এদের আচার-আচরণের ধরন-ধারণ নিয়েও একটা ঘোলাটে অবস্থা। অথচ মেন্ডেলিভ বুঝতে পারছেন না, শিক্ষার্থীদের এ সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায়।

সমস্যাটা তিনি আরও ভালো টের পেলেন পরের বইটা লিখতে গিয়ে। এবারে লিখছেন মৌলদের নিয়ে। বইয়ের নাম, প্রিন্সিপাল অব কেমিস্ট্রি। তাঁর উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান করা। সেজন্য প্রথমে সাধারণ কিছু মৌল নিয়ে লিখলেন। যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন। তারপর লিখলেন হ্যালোজেনদের নিয়ে (বর্তমানে এ মৌলগুলোর অবস্থান আধুনিক পর্যায় সারণির ১৭তম কলামে)। এর মধ্যে রয়েছে ক্লোরিন, ফ্লুরিন ইত্যাদি মৌল। এরা খুব সহজে বিক্রিয়া করে। কিন্তু তিনি এসব মৌলকে সাজাচ্ছেন পারমাণবিক ভর অনুযায়ী। আর সাজাতে গিয়ে বারবার সমস্যায় পড়ছেন। ঝামেলা বাঁধছে একের পর এক। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে থমকে যাচ্ছেন বারবার। সে সময় মৌলদের সাজানো হতো দুভাবে। এক, পারমাণবিক ভরের ক্রমানুসারে। আর দুই, তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। যেমন ধাতুদের একসঙ্গে রাখা হতো, গ্যাসগুলো থাকত একসঙ্গে। মেন্ডেলিভ খুব চান, সাজানোর এই দুই মূলনীতিকে এক সুতোয় গাঁথতে। কিন্তু সমাধান মিলছে না কিছুতেই। এ সমাধান মেলাতেই মেন্ডেলিভ বানালেন ওই কার্ডগুলো। যেখানেই যান, ওগুলো সঙ্গে নিয়ে তার। তারপরেই সেই ঘটনা, যেটা শুরুতে বলেছি। 'স্বপ্নে পাওয়া সমাধান' অন্তত মেন্ডেলিভের ভাষ্যমতে, বদলে দিল রসায়নের ইতিহাস।

পর্যায় সারণি বানাতে গিয়ে মেন্ডেলিভ কিছু দারুণ পদক্ষেপ নেন। এই পদক্ষেপগুলোই বদলে দেয় সব। তখনো মানুষ পারমাণবিক সংখ্যার কথা জানে না। মেন্ডেলিভ মৌলগুলোকে সাজালেন ভর হিসেবে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি ভারী মৌলকে পরে বসিয়ে তুলনামূলক হালকা মৌলকে আগে বসান। যেমন টেলুরিয়াম (ভর: ১২৭.৬) আয়োডিনের (১২৬.৯) চেয়ে কিছুটা ভারী। কিন্তু মেন্ডেলিভ টেলুরিয়ামকে আগে বসান, অক্সিজেন যে সারিতে রয়েছে, সে সারিতে। আর আয়োডিনকে বসান পরে। কারণ, টেলুরিয়ামের যোজ্যতা বৈশিষ্ট্য ছিল অক্সিজেনের মতো। এরকম করে বসাতে গিয়ে কিছু ফাঁকা ঘর রয়ে গেল। মেন্ডেলিভ অনুমান করলেন, এসব ঘরে যেসব মৌল বসবে, সেগুলো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি! যেমন গ্যালিয়াম, জার্মেনিয়াম ও স্ক্যান্ডিয়াম ১৮৭১ সালেও অনাবিষ্কৃত, অজানা। মেন্ডেলিভ এগুলোর ভর ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুমান করেন। বলেন, এ মৌলগুলো এই তিনটি ঘরে বসবে। (পরে দেখা যায়, তাঁর অনুমান একদম কাছাকাছি ছিল।) এ সময় তিনি কিছু মৌলের পারমাণবিক ভর আরও নিখুঁতভাবে বেরও করেন। পর্যায় সারণি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি সেভাবে। তবে ১৮৭৫ সালে যখন গ্যালিয়াম আবিষ্কৃত হলো এবং মেন্ডেলিভের বলে দেওয়া অ্যালুমিনিয়ামের নিচের ঘরের 'ইকা-অ্যালুমিনিয়াম' বা 'অ্যালুমিনিয়ামের মতো' ঘরের অনাবিষ্কৃত মৌলটির সঙ্গে এর সব বৈশিষ্ট্য মিলে গেল, তখন বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করলেন, মেন্ডেলিভ কী করে গেছেন! এ পর্যায়ে এসে বলা প্রয়োজন, মেন্ডেলিভ একাই একশ ছিলেন, এমন নয়। আইনস্টাইন যেমন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য নির্ভর করেছেন তাঁদের আগের বিজ্ঞানীদের অবদান ও আবিষ্কৃত জ্ঞানের ওপর, মেন্ডেলিভও তা-ই করেছেন। তবে তিনি একা রসায়নকে যতটা এগিয়ে দিয়েছেন, তা অনন্য।

প্রায় ৪০০ বই ও অনেক গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন মেন্ডেলিভ। পর্যায় সারণি ছাড়াও রসায়নে তাঁর আরও অনেক অবদান রয়েছে। সংক্ষিপ্ত এ লেখায় ওসব আপাতত থাকুক। পরে কখনো নাহয় আলোচনা করা যাবে। ততদিনে তাঁর কর্মক্ষেত্রও বদলে গেছে। ১৯৬৫ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগে যোগ দেন মেন্ডেলিভ। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন অধ্যাপক হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান এক ছাত্রদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে তিনি এ পদ থেকে ইস্তফা দেন। পরে সরকারের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন কিছুদিন। ১৮৯৩ সালে যোগ দেন রাশিয়ার সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ওয়েট অ্যান্ড মেজার-এ, পরিচালক পদে। ১৯০৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মারা যান এ মহান রসায়নবিদ। যতদিনে তাঁর অবদানের মর্ম বুঝেছে বিশ্ব, ততদিনে তাঁকে আর নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানানোর উপায় নেই। নোবেলবঞ্চিত রয়ে যান মেন্ডেলিভ। কিন্তু তাঁর নাম হয়ে ওঠে পর্যায় সারণির সমার্থক। রসায়নের ইতিহাসে তিনি অমর, অক্ষয়।

আত্মহত্যা: 'জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে'

বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সিয়ামের বেলায় কোনো কারণে কমে এসেছিল, কিংবা তার কৈশোরে তিনি ভুগেছেন কোনো হীনমন্যতার কূটে। এটা ভাবার অবকাশ কম যে তিনি গৌতম বুদ্ধের মতো নির্বাণ লাভ করেছেন। ভালো করে অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যাবে তার কাছের ও দূরের ইতিহাস। এডওয়ার্ড মানের আঁকা 'আত্মহত্যা'। ছবিটি তিনি ১৮৭৭ সালে শুরু করে শেষ করেছিলেন ১৮৮১ সালে। বিধান রিবেরু

জাহাঙ্গীরগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আরাফাত রহমান সিয়াম আত্মহত্যা করেছেন, এই সেদিন। নিজেকে খুন করার আগে ফেসবুকে একটি পোস্ট করেন যার শিরোনাম ছিল "অন দ্য ওয়ে টু ইটারনিটি", অর্থাৎ অনন্তের পথে। দীর্ঘ সেই পোস্টে সিয়াম বারবারই বলার চেষ্টা করেছেন মৃত্যু এক প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্র, একে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কারণ অনন্ত জীবন অপেক্ষমাণ, যে জীবনে দেহ নয় আত্মাই সর্বশেষ কথা। সেই আত্মাকে মিশিয়ে দিতে হবে অনন্তের সঙ্গে। দেহ থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। সিয়ামের ভাষ্য অনুযায়ী জীবনকে বুঝতে হলে আগে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। যে একবার মৃত্যুকে জয় করা অনন্ত জীবনের দেখা পায়, সে আর এই বাস্তবের জীবনে থাকতে চাইবে না। এধরনের আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রকাশ করে যে ছেলেটি মৃত্যুকে বরণ করে নিল, তার ঘরে আবার পাওয়া গেল সাদগুরু বলে তথাকথিত এক ভারতীয় আধ্যাত্মিক গুরুর বই 'ডেথ: অ্যান ইনসাইড স্টোরি'।

সাদগুরু মৃত্যু নিয়ে কি ভাবেন সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, তবে ফরাসি মনোবিশ্লেষক জাক লাকাঁ মনে করেন মানবজীবনের ইতি টানা মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষ ওয়াকিবহাল বলেই জীবনে স্থিতি আছে। ইতিকে বিশ্বাস না করলে জীবনকে বয়ে চলা দুঃসহ হয়ে ওঠে। সিয়ামের বেলাতেও তাই ঘটেছে। দৈহিক মৃত্যুকে তিনি নিছক প্রাকৃতিক মৃত্যু হিসেবে ঠাওরেছেন, ওটা তার কাছে ইতি নয়, বরং অনন্তজীবনের পথে খুলে যাওয়া দরজা। এটাই পরম সত্য হিসেবে ধরা দিয়েছে সিয়ামের কাছে। অন্য দশটা মানুষও আদতে মানতে পারে না, যে জীবন সে পেয়েছে সেটা একদিন কর্পূরের মতো উবে যাবে, পূর্ণ যতি পড়বে জীবনযাত্রায়। সিয়ামের মতো অনেকেরই বিশ্বাস আত্মা এক শক্তি, শক্তির বিনাশ নেই। তবে অন্যরা কেন আত্মঘাতী হলেন না, বা সিয়াম কেন আলাদা হয়ে উঠলেন? কেন তিনি নিজেকে পরমের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়ার পদক্ষেপ নিলেন? এর কারণ সম্ভবত সমাজ ও সংসার থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন মানসিকভাবে। আশ্রয় খুঁজছিলেন দৈহিক মুক্তিতে।

আমরা জানি, শক্তির রূপান্তর ঘটে, জীবদেহ কবরে মিশে গেলে মাটি সার পায়, উদ্ভিদ বড় হয়, উদ্ভিদের ফল আবার জীব ভক্ষণ করে। এটাই রূপান্তর। তবে যে রূপান্তরের কথা সিয়াম ভাবছিলেন, বা আধ্যাত্মিক মানবেরা ভাবেন, আত্মার সেরকম রূপান্তর বিজ্ঞান ও যুক্তি সমর্থন করে না। সিয়াম হয়তো নিজেকে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত করতে নিজের আত্মাকে মুক্ত করেছেন দেহ থেকে। কিন্তু যারা যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেন? কিংবা যারা আমৃত্যু অনশন করতে বসেন? বা যারা স্রেফ মজা পাওয়ার জন্য প্রাণঘাতী মাদক নেন? তারাও তো আত্মহত্যার পথকেই বেছে নেন। সকল মরণ যেমন সমান নয়, তেমনি সব আত্মহননও এক নয়। তবে তরুণদের ভেতর, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের ভেতর আত্মহত্যাপ্রবণতা নতুন কিছু নয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১০ সালে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত পল ফ্রাইডম্যান সম্পাদিত একটি বই থেকে, যার নাম "অন স্যুসাইড: উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স টু স্যুসাইড অ্যামং ইয়ং স্টুডেন্টস"।

আত্মহত্যা বিশারদ ও মনোবিশ্লেষক পল ফ্রাইডম্যান সম্পাদিত ওই বইতে তৎকালের বড়বড় মনোবিশেষজ্ঞরা নিজেদের মত দিয়েছেন। সেসময়ে মনোরোগবিদ্যায় আত্মহত্যাকে মানসিক বৈকল্য হিসেবেই ধরা হতো। তবে অস্ট্রিয়ান মনোবিশারদ ডেভিড আর্নেস্ট ওপেনহাইম তরুণদের আত্মহত্যাকে কেবল মনোবৈকল্য বলতে নারাজ। তিনি মনে করতেন এই মৃত্যুর দায় শিক্ষকদেরও নিতে হবে। শিক্ষকদের নজরে রাখতে হবে কোন বিদ্যার্থীটি লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ছে, পরিবারের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছে কি না এবং তার মানসিক অবস্থা কেমন। অনেক সময় পরিবার থেকে তরুণদের উপর নানা বিষয়ে চাপ প্রয়োগ করা হয়, এসব চাপ থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। তবে ওই বইতে এই মতকে সমর্থন দেননি মনোবিশ্লেষক জিগমুন্ট ফ্রয়েড। তিনি মনে করতেন শিক্ষক হলেন পরিবারের সহায়ক শক্তি মাত্র, আর জীবনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধিতে এদের তেমন ভূমিকা নেই। আত্মহত্যার পেছনে জটিল মানবিক আবেগকে বুঝতে হলে লিবিডোর ভূমিকাকে আরো ভালো করে বুঝতে হবে বলে মনে করতেন ফ্রয়েড।

আরেক মনোবিজ্ঞানী রুডলফ রাইটলার মনে করতেন আত্মহত্যার পেছনে সাইকোনিউরোসিস ও ফোবিয়ার কারসাজি আছে। ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্বকে সরাসরি সমর্থন না করলেও, রুডলফ শিক্ষার্থীদের অচেতনে যৌন অবদমন থেকে শঙ্কা ও ভীতির বহিঃপ্রকাশের উপর জোর দিয়েছেন। যে শঙ্কা ও ভয় সামাজিক স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। যৌনতার টানাপোড়েনকে যে তরুণ শৈথিল্যকরণের পথ দেখাতে পারেন না, তার ভেতরেই আত্মহত্যা করার ঝুঁকি তৈরি হয়। তবে ডক্টর ইজিডর স্যাজারের মতে, প্রেম ও ভালোবাসা বঞ্চিত তরুণ শিক্ষার্থীরা আত্মহননের দিকে পা বাড়াতে পারেন। আবার ডক্টর আলফ্রেড এডলার মনে করতেন, শৈশব থেকে যেসব বাচ্চা হীনমন্যতা নিয়ে বড় হয়, তাদের ভেতর আত্মবিশ্বাসের অভাব, অনিরাপদ বোধ ও ভীতি কাজ করে, যা তাদের নিজেকে শেষ করে দিতে প্ররোচিত করে।

তবে আত্মহত্যা মানুষ কেন করে তার একটি কাঠামোবদ্ধ কারণ উপস্থাপন করেছেন ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুরখেইম। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত "স্যুসাইড: আ স্টাডি ইন সোশিওলজি" বইতে উনবিংশ শতকের তথ্যউপাত্ত শুধু নয়, সেসময়ের শ্রেণিবিভাজিত আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডুরখেইম বলতে চানমানুষ মূলত নানাবিধ সামাজিক কারণেই আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হয়। তার কাজের সমালোচনা আছে, তা সত্ত্বেও ডুরখেইমের বয়ানকে ফেলে দেয়া যায় না। তিনি মনে করতেন আত্মহত্যা হলো সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ এই দুয়ের তারতম্যের ফল। বিষয়টি ব্যাখ্যা করলে হয় তো সিয়ামের আত্মহত্যার ধরনটিকে চিহ্নিত করা যাবে।

ডুরখেইম বলছেন, যখন কোনো মানুষের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া কমে যায় বা থাকে না, তখন তার ভেতর বিচ্ছিন্নতাবোধ, বিষণভাব ও বিষাদ ভর করে। সে ধীরে ধীরে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত হয়। এই আত্মহত্যাকে বলে আত্মবাদী আত্মহত্যা। আবার যখন সামাজিক মিথস্ক্রিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় থাকে, বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতি, তখন সমষ্টির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় মানুষ। সার্বিক মঙ্গল ও বড় আদর্শের জন্য তখন নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করে সে। এটাও আত্মহত্যা। ডুরখেইম তাকে ডাকেন পরার্থবাদী আত্মহত্যা ।

মীর মশাররফ হোসেন হলের এই রুমেই থাকতেন সিয়াম

নৈতিক নিয়ন্ত্রণ যখন কমে যায়, বিশেষ করে অঢেল ধনসম্পদের মালিক হয়ে গেলে, অথবা হুট করেই রাজা থেকে ভিখারি বনে গেলে, এই দুই ক্ষেত্রেই মানুষ নিজের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না, সে তখন নিজেকে খাপছাড়া মনে করতে থাকে এবং সেসময় তার ভেতর সামাজিক নীতিনৈতিকতার নিয়ন্ত্রণ কমে যায়। হয় সে নিজের বাসনার পেছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়ে, নয় তো প্রাপ্তি ও পতনের মাঝে বিশাল ফাঁক দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। তখন মানুষ আত্মহত্যা করে। ডুরখেইম একে বলেন দিশাহীন আত্মহত্যা ।

অপরদিকে, নৈতিক নিয়ন্ত্রণ যখন ঘাড়ের উপর চেপে বসে, বাড়াবাড়ি রকমের নীতিবোধের বেড়াজালে মানুষ জড়িয়ে পড়ে, যখন সে দেখে তার বাসনা পূরণের সব পথ বন্ধ, কামনাগুলো অবদমিতই থাকবে গোটা জীবন, তখন সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অনেকটা যাবজ্জীবন পাওয়া কয়েদীর আত্মহত্যার মতো। এই ধরনের হননকে ডুরখেইম নাম দিয়েছেন নিয়তিবাদী আত্মহত্যা । যদিও ডুরখেইম মনে করতেন এই ধরনের আত্মহত্যা তাত্ত্বিকভাবেই সম্ভব, বাস্তবে নয়। যাহোক, মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া সিয়াম উল্লিখিত পোস্টটির একদম শেষে লিখেছিলেন: অর্থাৎ এই স্যুসাইড নোটকে যদি ডুরখেইমের ভাষায় ব্যাখ্যা করি তাহলে বলতে হয় সিয়াম বলতে চাইছেন, আপনারা আমার মৃত্যুকে আত্মবাদী আত্মহত্যা বলে ভুল করতে পারেন। কিন্তু আপনি যখন অনন্ত বিশ্বের সঙ্গে আত্মার মিলে যাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবেন তখন বিষয়টি ভিন্নভাবে ধরা দেবে আপনার চোখে।

সিয়ামের মানসিক, আর্থসামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা আমাদের জানা নেই। তবে তার বিদায় নেয়া দেখে বোঝা যায়, কোনো কারণে তিনি বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত ছিলেন এবং এর ফলে আশ্রয় খুঁজছিলেন আধ্যাত্মিক দুনিয়ায়, যেখানে আত্মার মুক্তি ও পরমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে। এই বিচ্ছিন্নতার কারণ হতে পারে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সিয়ামের বেলায় কোনো কারণে কমে এসেছিল, কিংবা তার কৈশোরে তিনি ভুগেছেন কোনো হীনমন্যতার কূটে। এটা ভাবার অবকাশ কম যে তিনি গৌতম বুদ্ধের মতো নির্বাণ লাভ করেছেন। ভালো করে অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যাবে তার কাছের ও দূরের ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসেই আমরা পেতে পারি তার 'জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে' ঝাঁপ দেয়ার আলামত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাইক্লিং ডে: দূষণ মুক্ত পরিবেশ ও সুস্থতার জন্য সাইকেল চালাও আহবান নিয়ে সাইকেল র‌্যালি

আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪: 'পেডেল ৪ ফিটনেস অ্যান্ড এ পলিউশন-ফ্রি ফিউচার' অর্থাৎ "দূষণ মুক্ত পরিবেশ ও সুস্থতার জন্য সাইকেল চালাও" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আজ সকালে রাজধানীর উজ্জয়ন্ত প্যালেস থেকে ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এক সাইকেল র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সাইক্লিং ডে-এর উদযাপনের অংশ ছিল এই সাইকেল যাত্রা। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ও আগরতলা সাইক্লোহোলিক্স ফাউন্ডেশনে সহায়তায় এই সাইকেল র‌্যালির আয়ূওজন করা হয়। র‌্যালির উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার। ছিলেন দ্রোণাচার্য্য কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী, ক্রীড়া অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ। এই কর্মসূচীতে প্রায় ৫০ জন সাইক্লিস্ট অংশগ্রহণ করেন। অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার বলেন, 'সাইকেল চালানো আমাদের শরীরের জন্য ভালো এবং পরিবেশের দূষণ কমায়। তবে সবার নিরাপত্তার কথা ভেবে সাইকেল চালকদের জন্য আলাদা রাস্তা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন।' এই র‌্যালির মাধ্যমে শহরবাসীদের সাইকেল চালানোর সংস্কৃতি গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি নিরাপদ, দূষণমুক্ত এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

বুদবুদে থানার সামনে মদের দোকানে চুরি, সিসিটিভি ধরা পড়ল চুরির ছবি

দুর্গাপুর, ১৭ ডিসেম্বর(হি.স.) : থানার নাকের ডগায় মদের দোকানে চুরি। এডজাস্ট ফ্যান ভেঙে দোকানের মধ্যে ঢুকে ক্যাশবাক্স থেকে নগদ লুট করে চম্পট দিল দুস্কৃতিরা। সিসিটিভিতে ধরা পড়ল সেই ছবি। সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বুদবুদ শুকডাল মোড়ে।

জানা গেছে, বুদবুদ থানার উল্টো দিকে রয়েছে অনুমোদিত বিদেশী মদের দোকান। মঙ্গলবার সকালে দোকানের এডজাস্ট ফ্যান ভাঙা দেখে পুলিশে খবর দেয় দোকান মালিক। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দোকানে তদন্ত শুরু করে।

দোকান মালিক পঙ্কজ চ্যাটার্জী বলেন,'সোমবার রাত ২ টা নাগাদ এডজাস্টার ফ্যানের দেওয়াল ভেঙে ভেতরে ঢোকে দুস্কৃতিরা। তারপর দোকানের ক্যাশ বাক্স খুলে নগদ ও খুচরো মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার টাকা চুরি করেছে। কিছু দামী মদের বোতল কিছু নিয়েছে। তারপর চিলে কোঠার অ্যাডভেস্টার টিন ভেঙে চম্পট দেয় দুস্কৃতিরা। সামনের গেটের তালা ভাঙারও চেষ্টা করে। সিসিটিভির ফুটেজে দুই দুস্কৃতির ছবি পাওয়া গেছে। দোকানের চিলে কোঠার এডভেস্টার চালা ভাঙা।অপরাধীরা ধরা পড়ুক, শাস্তি হোক।

প্রসঙ্গত, ৮ বছর আগেও একবার ওই দোকানে এক রকমভাবে গেটের তালা ভেঙে চুরি হয়েছিল। তারপর আবারও এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা নিয়ে।সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মোবাইল নিয়ে ঢোকা যাবে না তারাপীঠ মন্দির চত্বরে, চালু হল একগুচ্ছ নতুন নিয়ম

বীরভূম, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): গর্ভগৃহে নিষিদ্ধ হয়েছিল আগেই। এ বার তারাপীঠে মা তারার মন্দিরেও মোবাইল নিয়ে ঢুকতে পারবেন না দর্শনার্থীরা। মঙ্গলবার পৌষ মাসের প্রথম দিন থেকেই এই নতুন নিয়ম কার্য্যকর করেছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মন্দিরে মোবাইল নিয়ে প্রবেশে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মোবাইল গেটে নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে জমা রেখে ঢুকতে হবে।

সম্প্রতি তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সেবায়েতদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করেন বীরভূমের জেলাশাসক। সেই বৈঠকে মন্দিরের 'নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা বজায়' রাখতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নয়া নির্দেশ অনুযায়ী, মন্দির নির্দিষ্ট সময়ে খুলতে এবং বন্ধ করতে হবে। মন্দিরে নির্দিষ্ট সময়ে ভোগ নিবেদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পুজোর জন্য মাত্র দু'টি লাইন রাখা হবে একটি সাধারণ লাইন, অন্যটি বিশেষ লাইন। সাধারণ লাইন এক ঘন্টা আগে খোলা হবে। তার পর বিশেষ লাইন চালু হবে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মন্দিরের গর্ভগৃহে গোলাপজল, আলতা দেওয়া যাবে না। ভক্তেরা মায়ের চরণ স্পর্শ করতে পারবেন না, বা মূর্তিকে জড়িয়ে ধরতে পারবেন না। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই নিয়মগুলি মন্দিরের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, ভক্তদের সুবিধা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্য্যকর করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে নতুন নিয়ম চালু হওয়ায় মন্দির চত্বরে কড়া নজরদারি চলছে।

কুড়মিদের আন্দোলনে নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): দাবি আদায়ে আগামী ২০ ডিসেম্বর ফের আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছে কুড়মি সমাজ। তবে কুড়মিদের ওই আন্দোলনের জন্য জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত এও জানিয়েছে, নির্দেশ অমান্য করে জাতীয় সড়ক ও রেলওয়ে ট্র্যাক অবরোধ করলে রাজ্য সরকার উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ঝাড়খন্ড, বিহার, ওড়িশা ও এ রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। এই সম্প্রদায়ের মোট ৮১টি গোষ্ঠী রয়েছে। রাজ্যের কমবেশি ৩০টি বিধানসভা ও ৪ টি লোকসভা আসনে কুড়মি ভোট ব্যাঙ্ক নির্ণায়কের ভূমিকা নেয়।

কুড়মিদের দাবি, দেশ স্বাধীনের আগে পর্য্যন্ত হওয়া জনগণনায় তাঁদের জনজাতি হিসাবে চিহ্নিত করে এসেছে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। পরবর্তীতে অজানা কারনে ১৯৫০ সালে তাঁদের সেই তকমা ঘুচে যায়। পরবর্তীতে ১৯৫১ সাল থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনায় কুড়মিরা সাধারণ জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে

শীতের শুরুতেই জেলা মুখী ৫২ হাতির দল,সচেতন বন কর্মীরা

বাঁকুড়া, ১৭ ডিসেম্বর(হি.স.) : শীতের শুরুতেই হাতির দলের আগমন বার্তায় জঙ্গল মহলে ফসলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন গ্রামবাসীরা।এখনও অনেক জমিতে আমন ধান কাটা হয়ে ওঠেনি।কোথাও কাটা ধান জমিতে গাদা করে রাখতে হয়েছে।অন্যদিকে জমিতে রয়েছে শীতকালীন সবজি।এসময় বিশাল হাতির দল এলাকায় এসে পড়ায় ক্ষতির আশঙ্কায় চাষীরা।

ইতিমধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানা পেরিয়ে বিষ্ণুপুরের জঙ্গল হয়ে হাতির দলটি জয়পুরের আধকাটার জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।উল্লেখ্য মাত্র দেড় মাস আগে বাঁকুড়া জেলা ছেড়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে একটি হাতির দল চলে যাওয়ায় হাফ ছেড়ে বেঁচে ছিলেন চাষীরা।দেড় মাস যেতে না যেতেই ৫২ টি হাতির আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কে ভুগছেন জেলার চাষিরা।জীবন ও ফসল হানিএড়াতে জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলিতে সতর্কতা জারি করেছে বন দফতর।

বন দফতর সূত্রে জানা যায় , দলটিতে ৮ টি শাবক রয়েছে। হাতির দলটির অভিমুখ দেখে বন দফতরের অনুমান মাচানতলার জঙ্গল হয়ে দ্বারকেশ্বর নদের দিকে যেতে পারে।পাঞ্চেত বন বিভাগের এডিএফও বীরেন কুমার শর্মা জানান, বন বিভাগের এলিফেন্ট মুভমেন্ট ট্রাকিং গ্রুপগুলিকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাতির গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে এবং তা গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে সতর্ক করতে। অনেক সময় তাদের নজর এড়িয়ে এক দুটো হাতি এদিক ওদিক চলে যেতে পারে। এতে বিপত্তি ঘটতে পারে। তাই পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে।

যমুনানগরে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহী যুবকের

যমুনানগর, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : হরিয়ানার যমুনানগরের সরস্বতী চিনিকলের কাছে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল বাইক আরোহী এক যুবকের। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। নিহত প্রিন্স (১৮) পুরাতন হামিদার বাসিন্দা। মঙ্গলবার মৃতের বাবা বলজিৎ বলেন, সোমবার রাতে তাঁর বড় ছেলে পঞ্জাব থেকে ডিউটি সেরে বাড়ি আসছিল এবং প্রিন্স তাকে নিতে বাইকে করে বাড়ি থেকে মহারানা প্রতাপ চকের দিকে যাচ্ছিল। প্রিন্স সরস্বতী চিনিকলের কাছে পৌঁছালে একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে

সন্ধান চাই

Ref- West Agartala Women PS GD Entry No 24– dt- 07-2-2024

পাশের ছবিটি শ্রীমতি প্রিয়া দেবনাথ, স্বামী- শ্রী প্রমোদ দেবনাথ, সাং- ক্যাম্পের বাজার, থানা- এ.ডি.নগর, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ২৩ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, গায়ের রং- শ্যামলা, পরনে- চুড়িদার। গত ০৭/১২/২০২৪ ইং তারিখ আনুমানিক ৩ টা সময় কাউকে কিছু না বলে নিজ বাড়ী থেকে বের হয়ে যায় এবং আজ পর্য্যন্ত ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানা ০৩৮১-২৩২-৫৪৫৪

ICA/D-1497/24

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

বিজ্ঞপ্তি

যুব ও ক্রীড়া দপ্তর এবং সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১৮ এবং ১৯ ডিসেম্বর,২০২৪ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে একটি রাজ্য স্তরের খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস, ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে ১০ বছরের উর্ধে এবং ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ যাদের শারীরিক অক্ষমতা রয়েছে, সেই দিব্যাঙ্গজনদের ডিজেবল শংসাপত্র পশ্চিম জেলা প্রতিবন্ধী পূর্ণবাসন সমিতির পক্ষ থেকে প্রদান করা হবে।

ICA/D-1495/24

Yours faithfully–
Rotary
I/C Director of Health Services
Government of Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER NO. 15 /EE(AGRI)/SOUTH/2024-25.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1.	Construction of Cactus Glass House at Gakulpur Progeny Orchard, Udaipur Gomati Tripura 20/EE/AGRI/SOUTH/2024-25	Rs. 4,88,111.00	Rs. 9,762.00	30 Days	Up to 04.00. P.M. on 23/12/2024	At 11.00 AM on 24/12/2024
2.	Infrastructure of Maichara VSPF construction barbed wire fencing under Hrishyamukh agri sub-Division during the year 2024-25 21/EE/AGRI/SOUTH/2024-25	Rs. 3,64,488.00	Rs. 7,290.00	30 Days		
3.	Construction of Rice Go-down (Having 1000 MT) at Rajnagar under Rajnagar Agri Sub-Division / S:H:- Yard Development 23/EE/AGRI/SOUTH/2024-25	Rs. 12,20,564.00	Rs. 24,411.00	30 Days		
4	Construction of Approach road along with side wall at Progeny Orchard at Gakulpur , Udaipur, Gomati Tripura 24/EE/AGRI/SOUTH/2024-25	Rs. 10,39,184.00	Rs. 20,784.00	30 Days		

ICA/C-2930/24

(Er. D. Jamatia)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
South, Udaipur.

বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার সুশাসনের প্রতীক হয়ে উঠছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের বিজেপি সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে মঙ্গলবার জয়পুরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিন এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার সুশাসনের প্রতীক হয়ে উঠছে। তিনি এও বলেন, ডবল ইঞ্জিন সরকার রাজস্থানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য দিনরাত কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন জ্বালানি, সড়ক, রেল ও জল সংক্রান্ত ৪৬ হাজার ৩০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের ২৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বলেন, বিজেপি যে সংকল্প নেয়, তা পূরণ করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করে।

প্রধানমন্ত্রী এদিন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মার সরকারকে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

২০ ডিসেম্বর ১৪ তম কলকাতা ক্রিসমাস উৎসবে রেমো ফার্নান্ডেজ অ্যালেন পার্কে

কলকাতা ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): ১৪তম কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল - ২০২৪, নবতম সংযোজন রেমো ফার্নান্ডেজ। ২০ ডিসেম্বর অ্যালেন পার্কে গাইবেন তিনি কলকাতা ক্রিসমাস উৎসবে। তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। পার্ক হোটেলের গ্যালাক্সি হলে তিনি প্রচার মাধ্যমের কাছে এ সম্পর্কে অবগত করেন। তিনি বলেন, আগামী ১৯ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ এই উৎসবের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তা চলবে। বড়দিনের উৎসবের প্রাক্কালে এই ১২ দিন ব্যাপী এই উৎসবে পার্ক স্ট্রিট জুড়েই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন। রঙিন আলোর মালায় সাজিয়ে তোলা হবে - পার্ক স্ট্রিটের দু "দিকের রাস্তার পাশাপাশি সেন্ট পল"স ক্যাথিড্রাল চার্চ, অ্যালেন পার্ক ও তৎসংলগ্ন এলাকা। আগামী ইংরেজি নতুন বছর ২০২৫-কে স্বাগত জানাতেই আগামী ৫ জানুয়ারি পর্য্যন্ত বর্ণময় আলোর ছটা"তে ভাসবে এই অফিস পাড়া। উল্লেখ্য, ১৯ - ২৫ ডিসেম্বর সাধারণের জন্য অ্যালেন পার্ক বন্ধ থাকবে। একমাত্র ব্যতিক্রম খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের তরফেও ২৬ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ২৭-৩০ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে - সহযোগিতায় রাজ্য পর্য্যটন দফতর ও তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। রাজ্য সরকারের তরফেও জানানো হয়েছে, তিরিশটি স্টল থাকছে পার্ক স্ট্রিট জুড়েই মহিলাদের উপস্থিতিতে। হাতে তৈরি করা কেক থেকে শুরু করে ঘরোয়া পরিবেশে তৈরি নানান স্বাদের খাবার মিলবে। বাঙালি খানা থেকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান খানা পর্য্যন্ত পরিবেশনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্য্যটন দফতরের তথ্য সরবরাহের জন্য কিয়স্ক বসানো হবে। মন্ত্রী শ্রী সেন আরো জানান, কলকাতার পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, আসানসোল, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, চন্দননগর, ব্যান্ডেল, কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বারুইপুর, আলিপুরদুয়ার, হাওড়া ও বিধাননগরের চার্চে জ্বলবে রঙিন আলো। প্রসঙ্গত ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের তরফে এই উৎসবের

NOTIFICATION FOR THE SCHEME OF "DR.AMBEDKAR POST MATRIC SCHOLARSHIP FOR ECONOMICALLY BACKWARD CLASSESS (EBC)" FOR GENERAL STUDENTS-2024-25

In continuation to our earlier notification of even number dated 08/10/2024, it is for information of all concerned that the last date of submission of online application for Dr.Ambedkar Post-Matric Scholarship for Economically Backward Class (EBC) for general student's both Fresh and Renewal through the website of Nation Scholarship Portal (NSP-2.0)(http:scholarships.gov.in) has been extended up to 15th January,2025 for the students in the academic session 2024-25.

Details are given bellows:

1.	Last date of Fresh & Renewal application submission	Upto 15th January,2025
2	Verification of application by the concern College's/Institution/University	Upto 31st January,2025

ICA/D-1502/24

-Sd-
Joint Director
Directorate of Higher Education, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 36/NIT/EE/PWD/AMP/2024-25
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/8425-93
Cost of Tender form: Rs.4,000.00/- (Four thousand) only.
Dated: 13-12-2024
Dated: 13-12-2024
Last date and time for document downloading and bidding: -23-12-2024 upto 15.00 hrs. Time and date for opening of bid: 23-12-2024 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT-105/NIT/SE-III/R/2024-25	Rs.1,37,53,941.00	Rs.2,75,079.00	180 Days	APPROPRIATE CLASS
2	DNIT-106/NIT/SE-III/R/2024-25	Rs. 93,11,203.00	Rs. 1,86,224.00	180 Days	
3	DNIT-107/NIT/SE-III/R/2024-25	Rs. 1,09,67,288.00	Rs.2,19,346.00	180Days	

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.
ICA/C/2926/24

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD (R&B)
Amarpur, Gomati Tripura

PNIT NO.: 61/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 Date 12/12/2024

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	PNIT No. 61/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 & i) DNIT No.101/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 ii) DNIT No.102/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-25 iii) DNIT No.103/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-25	Upto 3.00 pm On 31/12/2024	At 4.00 pm on 31/12/2024 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/2922/24

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpu, west Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 101, 102,103,104 & 105/EE/ENGG.CELL/DSE/ 2024-25 Dt. 13/12/2024

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 02/01/2025

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of CWSN Toilet Block at Sarath Ch. RP SB School under Poangbari Block and Gagan Ch. Para SB School under Satchand Block in South Tripura District under Samagra Shiksha Scheme during the year2024-25 DNIeT No. 90/SE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 620000.00	Rs.12400.00	4 Month	02/01/2025 Up to15.00 Hrs	03/01/2025 Hrs at11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
২	Construction of 01 one unit additional class room at Gagan Ch. Para SB School under Satchand Block of South Tripura District for the year 2024-25 under Samagra Shiksha Abhiyan Scheme DNIeT No. 91/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 1900000.00	Rs.38000.00	5 Month	02/01/2025 Up to15.0	03/01/2025 Hrs at11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
৩	Construction of 02 two units additional class rooms at Galachipa SB School under Hrishyamukh Block of South Tripura District for the year 2024-25 under Samagra Shiksha Abhiyan Scheme DNIeT No. 92/SE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 3000000.00	Rs.70000.00	6 Month	02/01/2025 Up to15.0	03/01/2025 Hrs at11.00	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
৪	2nd call Construction of 3 unit CWSN Toilet at 3 nos Schools under Kalyanpur & Mungiakami Block under Khowai District during the year 2024-25 under Secondary Level. DNIeT No.48/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 9,30,000.00	Rs.18,600.00	04 Months	02/01/2025 Up to15.00 Hrs	03/01/2025 at 11.00 hrs. (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
৫	2nd call for Construction of CWSN Toilet Block at Arya Col. HS School under Belonia MC in South Tripura District under PM Shri Scheme during the year 2023-24. DNIeT No.54/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs.288960.00	Rs.5779.00	02 Months	02/01/2025 Up to15.00 Hrs	03/01/2025 at 11.00 hrs. (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.
ICA/C-2918/24

Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সুস্থ জীবনের জন্য জলের আবশ্যিকতা

প্রতিটি খাবারের মধ্যেই জল বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে তরমুজ, শসা ও স্ট্রবেরির মোট ওজনের ৯০ শতাংশই জল। মানুষের জল চাহিদার ২০ শতাংশই পূরণ হয় স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার মাধ্যমে।

জলের আরেকটি বড় উৎস বিভিন্ন ধরনের পানীয়। চা, কফি, দুধ, জুস, কোল্ড ড্রিংক ইত্যাদির বেশিরভাগ জল এবং এসবই দেহের জল ঘাটতি পূরণে কাজ করে। গবেষকরা বলছেন - কফি জল চাহিদা পূরণের একটি আদর্শ উৎস। তবে অতিমাত্রায় কফি পান করা দেহের জন্য ক্ষতিকর। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নারী দৈনিক কাবার ও পানীয় থেকে গড়ে দুই দশমিক সাত লিটার জল গ্রহণ করেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে পরিমাণটা তিন দশমিক সাত লিটার। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, - মানুষের বয়স, ওজন, দৈহিক কাজকর্ম, এমনকি জলবায়ুর উপর নির্ভর করছে তার জল চাহিদার পরিমাণ।

ঘামের সঙ্গে যে পরিমাণ জল দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে তা পূরণ করতে এর চেয়েও বেশি জল পানের দরকার। যে ব্যক্তি গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে আয় করেন, তাকে তুলনামূলক বেশি জল পান করতে হবে। আর যিনি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে কাজ করেন, তাকে কিছুটা কম জল পান করলেও চলে।আপনার জল ঘাটতি রয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য গবেষকরা সহজ একটি পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। দেহে জল গাটতি দেখা দিলে প্রাকৃতিক ভাবেই আপনি তৃষ্ণা অনুভব করবেন। তাছাড়া আপনার প্রস্রাবের রং বলে দিবে জল খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কিনা। যদি প্রস্রাবের রং হলুদ বা কমলা হয়ে আসে, তবে জল পান করুন। আর দেহের ঘাম ঝরালে জল পান করতে ভুলবেন না। আপনি কি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান? নাকি জল খেতে আপনার প্রবল অনীহা? কাজের চাপে বেমালুম ভুলে মেরে দেন জল নামক অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটির কথা! একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে দৈনন্দিন জলের যে চাহিদা, তা পূরণ না হলে দেখা দেয়, হাজারো সমস্যা কারণ, কথাতেই আছে, জলের অপর নাম জীবন।

শরীর কিছু লক্ষণ দেখা দেবে যেগুলি বুঝিয়ে দেবে শরীরে জলের ঘাটতি রয়েছে কিনা।

মাইগ্রেনের ব্যাথা কমানোর চারটি উপায়

মাথাব্যথা খুবই সাধারণ উপসর্গ। তবে কোন মাথাব্যথা মাইগ্রেনের তা বুঝতে রোগীর অনেকটা সময় লেগে যায়। মাইগ্রেনের ব্যথা পুরোপুরি নিরাময় হয় না। তবে কিছু বিষয় মেনে চললে এই ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

মাইগ্রেনের উপসর্গ ঃ মাইগ্রেনের সমস্যা হলে মাথার ভেতরে ব্যথা হয়। এই ব্যথা সাধারণত মাথার একদিকে হয়, ডান অথবা বাঁ। তবে অনেক সময় মাথার দুদিকেই ব্যথা হতে পারে ও বমি ভাব থাকতে পারে।

কাদের বেশি হয় ঃ পুরুষদের তুলনায় নারীদের মাইগ্রেনের সমস্যা বেশি দেখা যায়। নারীদের শরীরে ইস্ট্রেজেন হরমোনের কারণেই মাইগ্রেনের প্রকোপ বেশি। তাই অনেক মেয়ের বয়ঃসন্ধিক্ষণে প্রথম ঋতুস্রাবের সঙ্গেই মাইগ্রেনের সমস্যাও পাশাপাশি শুরু হয়।

মাইগ্রেন থেকে বাঁচার উপায় ঃ মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে অতিরিক্ত কফি খাওয়া ক্ষতিকর। চকলেট, রেড ওয়াইন, ড্রাই ফ্রুটস, চিজজাতীয় খাবারও এড়িয়ে চলুন। ইউক্যালিপটসা অয়েল, মিন্ট অয়েল দিয়ে মাথায় ম্যাসাজ করলে আরাম পাওয়া যাবে। আর ল্যাভেন্ডার অয়েল যদি রোগী সেবন করেন, তবে ১৫ মিনিটের মধ্যে মাথা ব্যথা কমতে শুরু করবে।

কোন খাবার খেলে সমস্য হয় তা আপনাকে বুঝতে হবে।

কাজুবাদাম, ওয়ালনাট ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ হয় বলে খেতে পারেন। আদা কুচি চিবোলে উপকার পাওয়া যায়। সানফ্লাওয়ার অয়েলে রান্না করলেও রোগীর জন্য ভালো।

মাইগ্রেনের রোগীর অনেক সময় আলো সহ্য করতে পারেন না। তাই চোখ যেন ঠাণ্ডা থাকে, সেই জন্য টিন্টেড গ্লাসের চশমা দেয়া হয়। এতে রোগীর চোখ অনেক আরাম পায়। চিকিৎসা সাধারণত মাইগ্রেনর ব্যথায় পেইনকিলার দেওয়া হয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে তা খেলে অন্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

চোখের চারপাশের কালচে দাগ হওয়ার কারণ

বয়স: 'ডার্ক সার্কেল' হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হল বয়স। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চামড়া পাতলা হতে থাকে। আর একারণেই ত্বকের নিচের রক্তনালী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়।

চোখের ওপর চাপ বৃদ্ধি: 'স্ক্রিন টাইম' অর্থাৎ মোবাইল ও কম্পিউটারের স্ক্রিনে বেশি সময় কাটানো চোখের ওপর চাপ বাড়ায়। ফলে চোখের চারপাশের রক্তনালী বড় হয়ে ওঠে। আর কালোভাব দেখা দেয়।

জল শূন্যতা: চোখের চারপাশের কালচেভাব সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হল জল শূন্যতা। শরীরে পর্যাপ্ত জলের অভাবে ত্বক মলিন ও কালচে হয়ে পড়ে। 'ডার্ক সারকেল' দূর করার ঘরোয়া উপায় ঠাণ্ডা চাপ: রক্তনালী বিস্তৃত হওয়ার কারণে চোখের চারপাশ কালচে দেখায়। তাই, চোখে ঠাণ্ডা চাপ প্রয়োগ করা কালচেভাব দূর করতে সহায়তা করে।

শসা: শসা পাতলা করে কেটে নিন কিংবা মিহি কুচি করে রেফ্রিজারেইটরে ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট রেখে ঠাণ্ডা করে নিন। ঠান্ডা শসা আক্রান্ত স্থানে রেখে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। দিনে দুবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। ভিটামিন ই ও কাঠ বাদামের তেল: সমপরিমাণ কাঠ বাদামের তেল ও ভিটামিন ই মিশিয়ে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের চারপাশে 'ডার্ক সার্কেলে' মালিশ করুন। সকালে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত নিয়মিত ব্যবহার করুন।

টি ব্যাগ: দুটি টি ব্যাগ গরম জলেতে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন। এরপর তা চোখের ওপরে রেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন ও ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে কালচেভাব দূর হবে। টমেটো: টমেটো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা চোখের চারপাশের রংয়ের ভারসাম্যহীনতা কমায়। এক চা-চামচ টমেটোর রসের সঙ্গে এক চা-চামচ লেবুর রস মিশিয়ে চোখের চারপাশে ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে নিয়মিত টমেটোর রস পান করা যেতে পারে। কাঠ বাদামের তেল ও লেবুর রস: এক চা-চামচ কাঠ বাদামের তেলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে চোখের নিচের অংশে ব্যবহার করুন। চার পাঁচ মিনিট এই মিশ্রণ মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

সুস্থ থাকতে প্রতিদিন কখন হাঁটবেন

সুস্থ থাকতে হলে প্রতিদিন হাঁটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকালে বা বিকেলে হাঁটলে শরীরে খুব ভালো ব্যায়াম হয় এবং ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তবে আধুনিক জীবন যাপনের ফলে এখন দৈনন্দিন শারীরিক কার্যক্রম হচ্ছে না বললেই চলে। যার ফলে শরীরে বাসা বাঁধছে বিভিন্ন অসুখ বিসুখ। যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, আথ্রাইটিস, ওবেসিটি বা স্থূলতা, মাংসপেশি শক্তি কমে যাওয়া, অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ভঙ্গুরতা ইত্যাদি। সুস্থ থাকলে হলে হাঁটার বিকল্প নেই। তবে এখন প্রশ্ন হলে কখনও কতক্ষণ হাঁটবেন? প্রতিদিন কমপক্ষে ৪০-৪৫ মিনিট হাঁটুন। এছাড়া যদি হাঁটতে ভালো লাগে তবে হাঁটার সময়টা ১ ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। যারা বেশি হাঁটতে পারেন না, তারা ওই ৪০ মিনিট হাঁটার সময়ে ১০ মিনিটের বিরতি দিতে পারেন। পাঁচদিন ৩০ মিনিট করে ১৫০ মিনিট হাঁটলেও আপনি সুস্থ থাকবেন। তবে কখনই ৩০ মিনিটের কম হাঁটা উচিত হবে না। সকালে বা বিকেলে হাঁটা শরীরের জন্য ভালো। হাঁটার গতি কেমন হবে ঃ হাঁটার সময় অনেকে বুঝতে পারেন না যে, হাঁটার গতি কেমন হবে। তবে হাঁটার জন্য তেমন নির্দিষ্ট কোনো গতি নেই। প্রথমে ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু করর পর আস্তে আস্তে গতি বাড়াতে হবে। শরীরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যতটুকু পারা যায় গতি বাড়াতে হবে।

হাতের চামড়ায় ভাঁজ? রয়েছে সহজ সমাধান

সাধারণ কিছু পন্থা অবলম্বনে ত্বকে ভাঁজ পড়া প্রতিরোধ করা না গেলেও কমানো যায়। মুখের মতো হাতের ত্বকও সৌন্দর্য প্রকাশে অবদান রাখে। বলিরেখা ও শুষ্কভাব হাতের সৌন্দর্য নষ্ট করে। তাছাড়া বয়সের কারণেও ত্বকে দেখা দেয় ভাঁজ। এই সমস্যা কমিয়ে রাখা যায় সাধারণ কিছু পন্থায়।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে হাতের ত্বক সুন্দর রাখার উপায় সম্পর্কে জানান হল। পর্যাপ্ত জল পান: জল পরম বন্ধু! জল শূন্যতা ত্বককে শুষ্ক করে ফেলে ও হাতে বলিরেখা ফুটে ওঠে। তাই নিজেকে আর্দ রাখতে প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করুন। সানব্লক: অনেকেই কেবল মুখে সানব্লক ব্যবহার করেন। মনে রাখতে হবে মুখের মতো শরীরের অন্যান্য অংশ যা রোদে উন্মুক্ত থাকে তাতেও সানব্লক ব্যবহার করা দরকার। সাধারণত, মুখের মতো হাতও রোদে উন্মুক্ত থাকে। তাই বাইরে যাওয়ার ২০ মিনিট আগে এসপিএফ ৩০ সমৃদ্ধ সানব্লক ব্যবহার করা উচিত। আর প্রতি দুতিন ঘণ্টা পর পর তা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। সানব্লক ব্যবহারে অনেকের ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে 'ম্যাট ফিনিশিং' দেয় এমন সানব্লক বেছে নিতে হবে। অথবা সানব্লক ব্যবহারে পরে ত্বকে পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে, যেন তৈলাক্তভাব শুষে নেয়। মনে রাখা দরকার, আকাশ রোদেলা বা মেঘলা যেমনই থাকুকনা কেনো সানব্লকব্যবহার বাদ দেওয়া যাবে না। হাতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার: ত্বক ভালো রাখতে ময়েশ্চারাইজারের বিকল্প নেই। অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই, যা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তৈলাক্ত ত্বকে মৃদু ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরী। মিশ্র ত্বকে খুব বেশি শুষ্ক অংশে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন। রাতে সঠিক পরিচর্যা: রাতে মুখের ত্বক যত্ন নেওয়া হলেও অনেকেই হাতের ত্বকের যত্ন নেওয়ান বিষয়টাকে অবহেলা করেন। রাতে 'হ্যান্ড ক্রিম' বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করা উপকারী। এটা সারা রাত ত্বকে থেকে শোষিত হয় ও আর্দতা ধরে রাখে। হাতের ক্রিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্লাইকোল অ্যাসিড বা হ্যালোরনিক অ্যাসিড আছে কিনা দেখে বেছে নিতে পারেন। স্যানিটাইজারের বদলে হাত ধোয়া: হাত পরিষ্কার রাখতে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা সহজ উপায়। তবে এটা হাত শুষ্ক করে ফেলে। তাই যদি সাবান জল দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটাই ব্যবহার করতে হবে। স্যানিটাইজার আর্দতা কেড়ে নিয়ে হাতকে শুষ্ক করে ফেলে। যে কারণে ত্বকে দেখা দিতে পারে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ। তাই হাত ধোয়ার পর অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

হরমোনের কারণে মেদ বাড়ার ইঙ্গিত

সঠিক উপায় ও মাত্রায় স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া আর শরীরচর্চা করেও কিছু মানুষ মেদ ঝরাতে পারেন না। আর এমন পরিস্থিতির নেপথ্যের কারণ হয়ত হরমোনের ভারসাম্যহীনতা।

হরমোনের কারণে মেদ বাড়ছে এমনটা বোঝার কিছু উপায় তুলে ধরা হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে পেটে মেদ বাড়লে তাকে চিকিৎসকরা 'হরমোন বেলি' বলেও আখ্যায়িত করেন। শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া, মানসিক অবস্থা, ক্ষুধা, যৌন ক্ষমতা ইত্যাদিসহ আরও অসংখ্য শারীরিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন। এর ভারসাম্য নষ্ট হলে কিংবা কোনো হরমোনের ঘাটতি দেখা দিলে এই শারীরিক কার্যক্রমগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। থাইরয়েড গ্রন্থির সক্রিয়তা কমে যাওয়া, রজঃবন্ধ, পরিবেশগত বিভিন্ন পরিবর্তন, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, ওষুধের পার্শ-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে, যা থেকে বাড়তে পারে পেটের মেদ।

খাওয়ার পরও তৃপ্তি না পাওয়া

পর্যাপ্ত খাবার খাওয়ার পরও যেন পেট ভরেনি- এমন অনুভূতি যদি হয় তবে বুঝতে হবে যৌন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িতে হরমোন আপনার বিপাকক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে।

'ইস্ট্রোজেন' এমনই একটি যৌন হরমোন, যার ভারসাম্যহীনতার কারণে খাওয়ার পরও ক্ষুধার অনুভূতি রয়ে যায়। এই 'ইস্ট্রোজেন' হরমোন শরীরের 'লেপ্টিন'য়ের মাত্রা বাড়ায়। শরীরে 'লেপ্টিন' যত বেশি হবে, ততই সমস্যা বাড়বে। 'টেসটোস্টেরন'য়ের মাত্রা বাড়লে আবার 'লেপ্টিন' কমে আসে। এই 'লেপ্টিন' দেহের ওজন ও শক্তির ভারসাম্য ঠিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মানসিক চাপ

মানসিকভাবে চাপে থাকলে শরীরের 'অ্যাড্রেনাল' গ্রন্থি নিঃসরণ করতে থাকে 'কর্টিসল' নামক হরমোন, যা মানসিক চাপ সামলাতে শরীরকে সাহায্য করে। তবে আপনি যদি দিনের বেশিরভাগ সময়ই মানসিক চাপে থাকেন, সেক্ষেত্রে একসময় শরীরে 'কর্টিসল'য়ের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে। 'কর্টিসল' বেড়ে গেলে বাড়বে হৃদস্পন্দনের গতি, রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং পেটের চর্বি।

শুধু পেটেই চর্বি বাড়ছে

রজঃবন্ধ শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন আনে। এই সময়ে 'ইস্ট্রোজেন'য়ের মাত্রা যখন কমে যায় তখন ওজন বেশি বেড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে এসময় পেট, উরু, নিতম্ব আর কোমরে মেদ জমে বেশি।

মিষ্টি কিছু খাওয়া তীব্র ইচ্ছা

অবিরাম মিষ্টি কিছু খাওয়া ইচ্ছা হতে থাকলে বুঝতে হবে আপনার শরীর লড়াই করছে 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স'য়ের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আপনার শরীর রক্ত থেকে চিনি বা শর্করা শোষণ করতে পারছে না, আর সেকারণেই আপনার কোষের 'কার্বোহাইডেট'য়ের চাহিদা বাড়ছে। অপরদিকে একই কারণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে 'লেপ্টিন'য়ের মাত্রার ওপর। 'লেপ্টিন' ও 'ইনসুলিন' দুইয়ের মাত্রা কমে যাওয়া ফলাফল হল প্রচণ্ড মিষ্টি খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এমননি খাওয়া শুরু করলে শেষ করা কষ্ট হয়ে যায়। আর এভাবেই পেটের মেদ বাড়তে থাকে।

বিদেশি ফল স্টার আপেল

স্টার আপেল গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল। এটি মূলত সফেদা গোত্রের একটি সুস্বাদু ফল। দুর্লভ গাছসমূহের মধ্যে একটি হল স্টার আপেল। এর কয়েকটি গাছ রয়েছে কৃষি অনুষদের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সামনে। গাছগুলো বেশ বড়। সবুজ আপেলের মতো ফল ধরে। ফলগুলো পাকলে হাল্কা বেগুনী রং ধারণ করে। ফলের ভেতরে মাঝে সাদা এবং চারপাশে উজ্জ্বল বেগুনী রং বিদ্যমান। ফলের ভেতরে চারটি বিচি থাকে, দেখতে গাবের বিচির মতো, তবে আকারে অনেক ছোট। ফলটি মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং খেতে বেশ সুস্বাদু। ফলের স্বাদ সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কখনো গাব কিংবা সফেদার স্বাদের মতো মনে হয়। স্পেনে এটাকে কাইমিটা বা এস্টেরেলা, ওয়েস্ট ইন্ডিজে পোম সুরেট, বারবাডোজে স্টার পাম, কলম্বিয়াতে কাইমো, আর্জেন্টিনাতে আগুয়ে বা অলিভোয়া, চিন বা সিঙ্গাপুরে এটাকে চিকল ডুরিয়ান বলা হয়। তবে এর ভেতরের বীজগুলো ও পাল্প স্টারের মতো থাকায় সাধারণভাবে এটাকে স্টার আপেল বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে স্টার আপেল সেন্ট্রাল আমেরিকার ফল বলা হলেও এ নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে এর উৎপত্তি মেক্সিকো ও পানামা অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গুয়াতেমালা, উত্তর আর্জেন্টিনা, পেরু, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, বারমুদা, হাইতি, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে স্টার আপেল চাষ হয়।

স্টার আপেল গাছ বৃহৎ আকারের শোভাময়ী বৃক্ষ। উচ্চতা সাধারণত ৮-৩০ মিটার, বাদামি রোমশ এবং শাখা কাটলে সাদা কষ বের হয়। পাতা দোরঙা। অর্থাৎ ওপরের পিঠ গাঢ় সবুজ ও নিচের পিঠ মেরুন বাদামি। পাতা কিছুটা ডিম্বকার, বর্শার ফলার মতো। এই গাঢ় সবুজ চর্মবৎ পাতার নিচের দিক খয়েরি রংয়ের সূক্ষ্ম রোমযুক্ত। পাতা ৫-১০ সেমি, লম্বা ও ৪-১০ সেমি. চওড়া হয়ে থাকে। পত্র কক্ষে ছোট গুচ্ছে সবুজাভ হলুদ বর্ণের ফুল উৎপন্ন হয় যাতে পাঁচটি দল থাকে।

ফল গোলাকার কখনো সামান্য লম্বাটে, ৫-১০ সেমি. লম্বা এবং ৫-১০ সেমি. ব্যাসযুক্ত সবুজ থেকে বেগুনী বর্ণের হয়ে থাকে। ফলের ভেতরে নরম জিলেটিনযুক্ত সাদা মিষ্টি স্বাদযুক্ত পরস্পর সংযুক্ত ৬-১১টি কোষ থাকে - যা কেন্দ্রীয় অক্ষের চতুর্দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে। আড়াআড়ি কাটলে এটা স্টার বা তারার মতো দেখায়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্টার আপেল বীজ থেকে উৎপন্ন চারা ব্যবহার করা হয়। এর বীজে বেশ কয়েক মাস অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা থাকে এবং রোপণের পর দ্রুত (৭-১০ দিন) চারা গজায়। গুটি কলমে ৪-৭ মাসে শিকড় আসে। একই জাতের গাছের বীজ থেকে উৎপাদিত চারার ওপর বাডিং বা গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে ও বংশবিস্তার করা যায়। বাডিং বা গ্রাফটিংয়ের চারা লাগানোর ১-২ বছর পরই গাছে ফল ধরতে শুরু করে অপরদিকে চারা থেকে রোপিত গাছ ৫ থেকে ১০ বছর পর ফল ধরে। স্টার আপেলের বীজ ও খোসা বাদে ভেতরের মাংসল অংশ খাওয়া যায়। পাকা ফলের মাঝ বরাবর ছুরি দিয়ে কেটে চামচ দিয়ে ভেতরের অংশ তুলে খেতে এটা খুবই সুস্বাদু। এর নরম শাঁস থেকে বীজ আলাদা করে ডেজার্ট হিসেবে ও সালাদের সঙ্গে খাওয়া যায়।

বলিরেখা দেখা দেওয়ার কারণ

বয়স ত্রিশের মাঝামাঝি বা এরপর থেকে চোখের নিচের বলিরেখা দৃশ্যমান হওয়া শুরু করে। বাইরে খুব বেশি সময় কাটানো হলে ত্রিশের আগেই তা ত্বকে ফুটে ওঠে। এই সমস্যা দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা নিরাপদ।

অতিবেগুনি রশ্মি: সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে বাঁচানোর জন্য কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া না হলে এই অংশের কোলাজেন হ্রাস পেতে থাকে। এরফলে বলিরেখা ও বয়সের ছাপ দৃশ্যমান হয়। পরিবেশগত দূষণ বলিরেখা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ। ধূমপান: ত্বকে অতিরিক্ত জারণের ফলে কোলাজেন ভেঙে যায় ও স্থিতিস্থাপকতা হারায়। তাই বলিরেখা দেখা দেয়। ধূমপান রক্তনালীকে সংকুচিত করে ফেলে ও রক্ত সঞ্চালনে বাধা দেয়। ফলে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উচ্চ শর্করা গ্রহণ: উচ্চ শর্করা ধরনের নিম্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া ত্বকে দ্রুত বলিরেখা ও বয়সের ছাপ ফেলে। তাই খাবার গ্রহণে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বলিরেখা কমাতে অ্যালো ভেরা: অ্যালো ভেরা প্রাকৃতিক আরামদায়ক উপাদান সমৃদ্ধ। ত্বকে পাঁচ মিনিট অ্যালো ভেরা মালিশ করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গবেষণা থেকে দেখা যায় এটা বলিরেখা কমায়, কোলাজেন বাড়ায় ও ত্বককে আর্দ রাখতে সহায়তা করে। কলার মাস্ক: একটা কলার চারভাগের এক অংশ মিহি পেস্ট করে নিন। এটা ত্বকে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন ও পরে কুসুম গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কলাতে আছে প্রাকৃতিক তেল ও ভিটামিন যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়াত করে। ডিমের সাদা অংশ: একটা পাত্রে ডিমের সাদা অংশ নিয়ে তা ফেটে নিন। এটা ত্বকের বলিরেখা কমাতে সহায়তা করে। ত্বকে ডিমের সাদা অংশ ব্যবহার করে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। এটা কোলাজেন বাড়ায় ও বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে। তবে অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে এর ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। ভিটামিন সি: অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, এটা ত্বকে কোলাজেন সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। ত্বকে ভিটামিন সি সিরাম ব্যবহার বলিরেখা কমায়। এটা ত্বককে আর্দ রাখতে ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। হলুদ ও নারিকেল তেল: এক চিমটি হলুদ ও এক চামচ নারিকেল তেল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। মিশ্রণটি চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে ত্বকে কয়েক ফোঁটা কাঠ বাদামের তেল যোগ করতে পারেন। টক দই: আধা টেবিল-চামচ দইয়ের সঙ্গে গোলাপ জল ও মধু মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে মুখ ও চোখের চারপাশে মেখে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

মঙ্গলবার আগরতলায় কংগ্রেস নেতা বিরজিৎ সিনহার নেতৃত্বে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ডঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান ২০২৪-এ সম্মানিত ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ এবং সাহিত্য সমৃদ্ধির প্রতি নিবেদিত ডঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান ২০২৪ অনুষ্ঠানটি কলকাতায় সম্পন্ন হয়েছে। এই বছর এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান বিখ্যাত বক্তা এবং চলচ্চিত্র শিল্পের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদীকে দেওয়া হয়েছে। ডাঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী, যিনি চাণক্য চরিত্রে অভিনয় করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান এই সম্মাননা প্রদান করেন।

বন্দে মাতরম এবং বিখ্যাত সাংবাদিক ও গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্রের পরিবেশিত জাতীয় সঙ্গীত জন গণ মন দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আয়কর উপদেষ্টা সজ্জন কুমার তুলস্যান, পাঁচজন্য-র সম্পাদক হিতেশ শঙ্কর এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক অজয় প্রতাপ সিং এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ডঃ হেডগেওয়ারের অবদানের কথা উল্লেখ করে সুনীল আম্বেকর বলেছেন, তিনি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বাংলার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্কুলের সময়ে তাঁর দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনগুলির মধ্যে বন্দে মাতরমের স্লোগানটি বাংলা থেকেই শুরু হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ডঃ হেডগেওয়ার দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মানুষের প্রয়োজন বুঝতে পেরে ১৯২৫ সালে মাত্র ১৭ জনকে নিয়ে আরএসএসের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তখন এটা বজায় রাখা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি আরও বলেন, যখনই হিন্দু সমাজ জাতীয়তাবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, দেশ ভাগ ও সন্ত্রাসের মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু যখনই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, ফলাফল হয়েছে দেশের স্বার্থে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটা দুঃখজনক হলেও সেখানকার হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করছে, যা সবার জন্য শিক্ষণীয়।

অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির ভারসাম্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সুনীল আম্বেকর বলেন, সারা বিশ্বের মানুষ প্রযুক্তিগত বিকাশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, কিন্তু ভারতের মেধা এতটাই সমৃদ্ধ যে একটি সময় আসবে যখন আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রযুক্তির সাথে একীভূত করব।

সজ্জন কুমার তুলস্যান ডঃ চন্দ্র প্রকাশ দ্বিবেদীর কাজের প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন, চলচ্চিত্র শিল্পে অবদানের জন্য তিনি পদ্মশ্রীতে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর কাজগুলি ভারতীয়তা এবং হিন্দুত্বের সমর্থক। ডঃ দ্বিবেদীকে সম্মানিত করে কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গর্ব করার মতো, কিন্তু আমরা এর প্রতি সুবিচার করিনি। ডঃ হেডগেওয়ারের মতো ব্যক্তিত্বের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় নবজাগরণ। ডঃ দ্বিবেদী তার ভাষণে বলেন যে আমি অনেক সম্মান পেয়েছি, কিন্তু ডঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান আমার জন্য সবচেয়ে বড়। যে আদর্শ ও পথ নিয়ে আমি আমার জীবন শুরু করেছি তার প্রতি এই সম্মান একটি শ্রদ্ধা। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাচীন এবং চির-নতুন, এবং নতুন প্রজন্ম এটি বুঝতে পেরে আনন্দিত। তিনি কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানকে 'দারা শিকোহ' বলে সম্বোধন করেছিলেন। গীতার বাণীকে প্রাণবন্ত করতে হবে - আরিফ মহম্মদ খান ভারতীয় সংস্কৃতির প্রশংসা করে আরিফ মহম্মদ খান বলেন, গীতা শুধু পড়ার জন্য নয়, এর বার্তাগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। দারা শিকোহের মতো ব্যক্তিত্ব উপনিষদ অনুবাদ করে সারা বিশ্বে ভারতীয় জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব দারা শিকোহকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শুধু হত্যাই করেননি, তার জ্ঞান সম্পদও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দারা শিকোহ কর্তৃক পার্সি ভাষায় অনূদিত উপনিষদের সমস্ত কপিও পুড়িয়ে দেন। যাইহোক, তিনি কিছু কপি লুকিয়ে রাখেন যা পরবর্তীতে ইউরোপে পৌঁছে সেখানে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ শুরু হয়। স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জ্ঞান অর্জনে নিযুক্ত থাকা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগারের চেয়ারম্যান মহাবীর প্রসাদ বাজাজ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিডি শর্মা।

ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী কে?

ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী একজন বিখ্যাত লেখক, পরিচালক এবং প্রযোজক যিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে কেন্দ্রে রেখে অনেক বিখ্যাত রচনা তৈরি করেছেন। তিনি ১৯৬০ সালের ৬ জুন রাজস্থানের শিরোহি জেলার দোদিয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু তাঁর আগ্রহ সাহিত্য ও শিল্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

ডঃ দ্বিবেদী টিভি ধারাবাহিক 'চাণক্য' (১৯৯১)-এর মাধ্যমে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। এর পরে, মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলির উপর ভিত্তি করে 'এক অর মহাভারত' এবং 'মৃত্যুঞ্জয় (কর্ণ)'-এর মতো কাজগুলি উপস্থাপন করেন। তার চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে 'পিঞ্জর' (২০০৩), 'মোহাল্লা অসি' (২০১৮), 'জেড প্লাস' (২০১৪), এবং 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ' (২০২২)। ডঃ দ্বিবেদী ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি নিবেদিত। তিনি ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাসকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রে নিজস্ব অবদানের জন্য ২০০২ সালে 'পদ্মশ্রী'-সহ বেশ কয়েকটি সম্মান পেয়েছিলেন। তাঁর কাজগুলি ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে জীবন্ত করার জন্য বিখ্যাত।

রাজগঞ্জে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই যুবকের

জলপাইগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। দুর্ঘটনায় আহত হয় এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের রাধারবাড়ি সংলগ্ন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে। নিহতদের নাম ঋষিকেশ ও মৃন্ময়। আহত যুবকের নাম লক্ষ্মণ বর্মণ। আহত যুবক উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সূত্রের খবর, সোমবার রাতে কাজ সেরে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন তিন যুবক। এরপর জাতীয় সড়কে একটি গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে তিন যুবকই গুরুতর আহত হয়। তিন যুবককে স্থানীয় লোকেরা উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়, যেখানে চিকিৎসকরা ঋষিকেশ ও মৃন্ময়কে মৃত ঘোষণা করেন। আহত সন্যাক বর্মন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ।

মহিলা ইউরো ২০২৫ খেলোয়াড়রা প্রথমবারের মতো পুরস্কারের অর্থের ভাগ পাবেন

লুসান, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মহিলা ইউরো ২০২৫ খেলোয়াড়রা প্রথমবারের মতো পুরস্কারের অর্থের ভাগ পাবেন উয়েফা কার্যনির্বাহী কমিটি সোমবার সুইজারল্যান্ডে টুর্নামেন্টের জন্য ৪১ মিলিয়ন ইউরোর পুরস্কার অনুমোদন করেছে, যা ২০২২ ইভেন্ট থেকে ১৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে, অংশগ্রহণকারী জাতীয় অ্যাসোসিয়েশনগুলি পুরস্কারের নিশ্চিত শতাংশের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে খেলোয়াড়দের মধ্যে বিতরণ করবে।

টুর্নামেন্টের জন্য খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেওয়া ইউরোপীয় ক্লাবগুলিকে ক্ষতিপূরণের অর্থ ৬ মিলিয়ন ইউরো বাড়বে, এটি লুসানে সোমবারের সভায়ও ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল যোগ্যতা অর্জনের জন্য ১.৮ মিলিয়ন ইউরো পাবে, যা পুরস্কারের অর্থের ৭০ শতাংশ, বাকি ৩০ শতাংশ পারফরম্যান্স বোনাস। যার মধ্যে গ্রুপ এবং নকআউট উভয় পর্যায়ে জয়ের জন্য রয়েছে।

টুর্নামেন্টের বিজয়ীর সর্বোচ্চ পুরস্কারের অর্থ, যদি সে তাঁর ৩টি গ্রুপ পর্বের ম্যাচও জিততে পারে, তা হল ৫.১ মিলিয়ন ইউরো।

উয়েফা বলেছে যে পুরস্কারের অর্থ বৃদ্ধি ইউরোপ জুড়ে মহিলাদের খেলার মান বৃদ্ধি ও প্রসারে সাহায্য করবে। এরজন্য আগামী ৬ বছরে উন্নয়নের জন্য এক বিলিয়ন ইউরো উয়েফা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এনএসও-র কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণের প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অফিসের (এনএসও) কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয় কলকাতায় আর্থ সামাজিক সমীক্ষার ৮০তম রাউন্ডের দু'দিনের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা করল।

এই রাউন্ডে যে বিষয়গুলি সমীক্ষার আওতায় আসবে সেগুলি হল- গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত সামাজিক উপাদান: স্বাস্থ্য এবং টেলিকম সংক্রান্ত ব্যাপক সমীক্ষা (সিএমএস-টি)। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষাটি আগামী বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু হবে, চলবে এক বছর ধরে।

টেলিকম সংক্রান্ত ব্যাপক সমীক্ষাটি আগামী বছর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত হবে।

এনএসও-র পারিবারিক সমীক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রী সিদ্ধার্থ কুন্ডু, পূর্বাঞ্চলীয় উপ মহানির্দেশক(এফওডি) অতনু কুমার চৌধুরী এবং কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ মহানির্দেশক সঞ্জীব বসু এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। সিদ্ধার্থ কুন্ডু তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে জাতীয় স্তরের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংকলনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষা এবং এক্ষেত্রে পাওয়া তথ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ভিত্তিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমীক্ষা প্রধান ভূমিকা পালন করে। উচ্চমানের সময়োপযোগী তথ্যের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের কঠোর মান সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।

এনএসও-র উপ অধিকর্তা শ্রী দীপঙ্কর দাস, সহকারী অধিকর্তা শ্রীমতী সুতপা ঘোষ এবং এনএসও-র ফিল্ড অপারেশন বিভাগের পদস্থ আধিকারিকরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল, স্বাস্থ্যক্ষেত্র নিয়ে মৌলিক পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ। প্রাথমিকভাবে এই সমীক্ষা থেকে অসুস্থতার সূচক, হাসপাতালে ভর্তির হার, সরকারি ও বে-সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের অনুপাত প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হবে। রোগীদের আলাদাভাবে খরচ করতে হচ্ছে কিনা এবং তাঁরা সরকারি চিকিৎসা বীমার সুযোগ কতটা পাচ্ছেন- সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

টেলিকম সংক্রান্ত সার্বিক সমীক্ষায় (সিএমএস) টেলিকম সম্পর্কিত সূচক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি)প্রয়োগ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সংগৃহীত তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক/ দফতর বিশ্লেষণের সূচক তৈরির জন্য পাঠাবে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রামগুলিতে যাওয়া কঠিন। সেই অঞ্চলগুলি ছাড়া সারা ভারত জুড়েই এই সমীক্ষা চালানো হবে।" প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

শেষ উইকেটে কোনওরকমে ফলো-অন বাঁচিয়ে দিন শেষ করল ভারত

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): গাব্বা টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪৪৫ রানে অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে অজি বোলারদের তোপের মুখে পড়ে ৩ দিনের শেষে ভারতের রান ছিল ৪ উইকেটে ৫১। জয়সওয়াল, কোহলি, গিল ও ঋষভ পন্ত কেউই ছুঁতে পারেননি দুই অঙ্ক।

৪ দিনে গাব্বায় ভারতের মাথার উপর চেপে বসেছিল ফলো অনের আতঙ্ক। প্রয়োজনীয় রান তোলার আগেই ৯ জন ভারতীয় ব্যাটার প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। এক সময় ৭৪ রানে ৫ উইকেট হারায় ভারত। লোকেশ রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজা ফিফটি করলেও তখন ফলো-অনের শঙ্কা ছিল। নবম উইকেট পতনের সময় ফলো-অন এড়াতে ভারতের দরকার ছিল ৩২ রান। শেষ পর্যন্ত ফলোঅন এড়াতে শেষ উইকেটে বড় ভূমিকা নিলেন দুই টেলেন্ডার আকাশ দীপ ও জাসপ্রিত বুমরাহ। অবিচ্ছিন্ন ৩৯ রানের জুটিতে ভারত ফলো-অন এড়াল। স্বস্তি নিয়ে ৪ দিন শেষ করল সফরকারীরা। ৪ দিনের শেষে ৯ উইকেটে ভারত করেছে ২৫২ রান। বুমরাহ ১০ ও আকাশ ২৭ রানে অপরাজিত আছেন।

৪ দিনে ৪ উইকেটে ৫১ রান নিয়ে দিন শুরু করেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুল। কিন্তু দিনের প্রথম উইকেটটি নেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে ১০ রানে আউট করে। এরপর ৬ উইকেটে জাদেজার সঙ্গে ৬৭ রানের জুটি গড়েন রাহুল। রাহুল আউট হন ডানহাতি ব্যাটার লোকেশ রাহুল। এরপর নীতিশ রেড্ডিকে সঙ্গে নিয়ে ফলো-অন এড়ানোর চেষ্টা করেন জাদেজা। কিন্তু প্যাট কামিন্সের বলে বোল্ড হন নীতীশ রেড্ডি(১৬)। কিন্তু পরে মোহাম্মদ সিরাজ(১)ও জাদেজা(৭৭) কামিন্স ও মিচেল স্টার্কের বলে আউট হলে ভারত আরো বিপদে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ভারতকে ফলোয়ান থেকে বাঁচালো দুই টেলেন্ডার জুটি বুমরাহ ও আকাশ দীপ। তবে ৪ দিনেও ব্রিসবেনে দফায় দফায় বৃষ্টি হওয়ার জন্য বারবার খেলা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। তা না হলে ভারত অনেক আগেই প্রথম ইনিংসে অলআউট হয়ে যেতে পারত। বলা যেতে পারে বৃষ্টি ভারতকে এখনো ম্যাচে টিকিয়ে রেখেছে।

রাজ্যজুড়ে ফের ইডি হানা, আধিকারিকরা কলকাতা-বৈদ্যবাটি ও ঘুসুড়িতে

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার রাজ্যে ফের ইডি হানা। কলকাতা-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় এদিন হানা দেন ইডি আধিকারিকরা।

এদিন ভোরে বেলুড় থানার ঘুসুড়িতে ইডির হানায় শোরগোল পড়ে। ঘুসুড়ির গিরিশ ঘোষ রোডের একটি আবাসনে তিন-চার জন ইডির আধিকারিক তল্লাশি চালান বলে জানা গিয়েছে। রাসমণি অ্যাপার্টমেন্ট ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঘরের ভেতর কোনও আবাসিককেই প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। আবাসনের একটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা কৈলাশ সরাফ। তিনি কয়লার ব্যবসায়ী বলে জানা গেছে। আসানসোলের কয়লা ব্যবসায়ী সঞ্জয় সুরেখার সহযোগী হিসেবে কৈলাশ কাজ করতেন। কী কারণে হানা দিলেন ইডি আধিকারিকরা তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা।

মঙ্গলবার প্রায় একইসময়ে বৈদ্যবাটি চ্যাটার্জি পাড়ায় একটি বাড়িতে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারী একটি দল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে দুটি গাড়িতে করে চারজন আধিকারিক আসেন। আধিকারিকেরা নিয়ে বাড়িতে ঢোকে তদন্তকারী দলটি। সূত্রের খবর, শান্তনু পোদ্দার ওই বাড়ির মালিক। কলকাতার ধর্মতলায় লোহার যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী একটি বেসরকারি সংস্থায় তিনি চাকরি করেন। এর আগেও তাঁর বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি আয়কর দফতর থেকে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল বলে জানা গেছে।

শহরের একটি ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলার তদন্তে গড়িয়াহাট, দমদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতেও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অভিযান চালায়।

বৃহস্পতিবার জন্মদিন রিকি পন্টিংয়ের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর(হি.স.): রিকি টমাস পন্টিং একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কোচ এবং প্রাক্তন খেলোয়াড়। ১৯৭৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর জন্ম তাঁর। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একজন এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক।৩২৪ ম্যাচে ২২০টি জয়ের শতাংশ ৬৭.৯১।

শচীন টেন্ডুলকার ও বিরাট কোহলির পরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি তৃতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক সেঞ্চুরি করেছেন। ১৯৯৯, ২০০৩ এবং ২০০৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপ এবং ২০০৬ এবং ২০০৯ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সহ পুরুষদের ক্রিকেটে একজন অধিনায়ক হিসাবে সবচেয়ে বেশি আইসিসি টুর্নামেন্ট জেতার রেকর্ড তাঁর রয়েছে। পরিসংখ্যানগতভাবে তিনি ৭৭ টেস্টে ৪৮টি জয় সহ সর্বকালের সবচেয়ে সফল টেস্ট অধিনায়কদের একজন। একজন খেলোয়াড় হিসেবে পন্টিং ইতিহাসের একমাত্র ক্রিকেটার যিনি ১০০টি টেস্ট জয়ের সাথে জড়িত ছিলেন এবং একজন খেলোয়াড় হিসেবে সবচেয়ে বেশি ওয়ানডে জয়ের সাথে জড়িত ছিলেন, যার মধ্যে ২৬২টি জয় রয়েছে। ১৬০ টিরও বেশি টেস্ট এবং ৩৭০টি ওয়ানডে খেলেছেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট এবং ওডিআই ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক পন্টিংকে ২০১৭ সালে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার জরিপে 'ক্রিকেটার অফ দ্য ডিকেড ২০০০' নাম দেওয়া হয়েছিল এবং ২০১৮ সালে তিনি আইসিসি হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন।

২০১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ছিল তাঁর শেষ টেস্ট। এই টেস্ট খেলেই পন্টিং টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করেন।

গাজায় ইজরায়েলের হামলায় মৃতের সংখ্যা ৪৫ হাজার ছাড়াল

জেরুজালেম, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ ১৪ মাস ধরে চলছে। ইজরায়েলের টানা বিমান হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাহিনীর বোমাবর্ষণে গাজায় নিহতের সংখ্যা ৪৫ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে, আহত হয়েছেন প্রায় ১ লক্ষ ৭ হাজার মানুষ। হামাস-নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এমনই দাবি করা হয়েছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর প্রথমে ইজরায়েলে ঢুকে হামলা চালায় হামাস। ওই হামলায় ইজরায়েলে নিহত হন প্রায় ১ হাজার ১৫০ জন। এর পাশাপাশি দু'শোরও বেশি মানুষকে পণবন্দি করে গাজা ভূখণ্ডে নিয়ে যায় হামাস। তার পর থেকে যুদ্ধ চলছে।

ইজরায়েলের হামলায় উপত্যকায় এখনও পর্যন্ত ৪৫ হাজার ২৮ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লক্ষ ৬ হাজার ৯৬২ জন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ১৭ হাজারই শিশু। ১১ হাজার মানুষ নিখোঁজ। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাঁরা ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছেন।

ফের দিল্লির স্কুলে বোমা হামলার হুমকি, তদন্ত জারি

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের বোমা হামলার হুমকি। দিল্লির একাধিক স্কুলে মঙ্গলবার বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গেছে, দক্ষিণ দিল্লির ইন্ডিয়ান পাবলিক স্কুল এবং উত্তর পশ্চিম দিল্লির সরস্বতী বিহারের ক্রিসেন্ট পাবলিক স্কুলে হুমকি দেওয়া হয় এদিন। খবর পেতেই পুলিশ, দমকল ও বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল দ্রুত স্কুলগুলিতে পৌঁছে যায়। উল্লেখ্য, গত ৯ দিনে এই নিয়ে পঞ্চমবার বোমা হামলার হুমকি এলো।

বিহারে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

আররিয়া, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার বিহারের বাউসি থানার কুমহারা গোপালপুরের রাস্তায় একটি গাড়ির ধাক্কায় মৃত এক যুবক। জানা গেছে, রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ে একটি গাড়ি বছর ২০ বয়সী এক যুবককে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় রাস্তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে মৃতদেহটি পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নেশন্স লিগের ফাইনাল আয়োজন করবে ইতালি বা জার্মানি

মিউনিখ, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ইতালি এবং জার্মানির মধ্যে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের বিজয়ীরা ৪-৮ জুন পর্যন্ত টুর্নামেন্টের শেষ ৪টি আয়োজন করবে, উয়েফা সোমবার রাতে ঘোষণা করেছে।

মার্চে ইতালি দুই-লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলে জুভেন্টাস এবং টোরিনোর মাঠ ব্যবহার করা হবে, আর মিউনিখ এবং স্টুটগার্ট সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে হবে যদি জার্মানি এগিয়ে যায়।

ইতালির ফুটবল ফেডারেশন বলেছে যে জুভেন্টাসের অ্যালিয়াঞ্জ স্টেডিয়াম সেমি ফাইনাল এবং ফাইনাল উভয়ই হোস্ট করবে, তৃতীয় স্থানের প্লে-অফ তোরিনোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

২০ মার্চ মিলানে টাইয়ের প্রথম লেগে জার্মানির মুখোমুখি হবে ইতালি। ৩ দিন পর ডর্টমুন্ডে ফেরার কথা।

অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে ক্রোয়েশিয়া, যেখানে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নস স্পেন মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডস এবং পর্তুগাল ডেনমার্কের সাথে।

ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাও ঘোষণা করেছে যে আগামী বছরের উয়েফা সুপার কাপ ১৩ আগস্ট ইতালির উডিনে অনুষ্ঠিত হবে।

চালসায় বাড়িতে ঢুকে ঘরের বেড়া ভেঙে ধান সাবাড় করল হাতি

চালসা, ১৭ ডিসেম্বর (হি. স.): মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরার অঞ্চলপাড়ায় বাড়িতে ঢুকে ঘরের বেড়া ভেঙে ধান সাবাড় করল হাতি। আবার যাওয়ার সময় শুঁড়ে তুলে নিয়ে গেল ধানের বস্তা। সোমবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। পরে খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা এসে হাতিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে হাতিটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অঞ্চলপাড়ায় ঢোকে। সেখানে নমিতা রায় নামে এক বাসিন্দার বাড়িতে হানা দেয়। শীতের রাতে ওই বাড়ির সকলেই তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আচমকা ঘরের টিনের বেড়া ভাঙার শব্দ শুনে তাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। বুঝতে পারেন, গজরাজ হানা দিয়েছে। কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান তাঁরা।

বেড়া ভেঙে মজুত ধান সাবাড় করে হাতিটি। যাওয়ার সময় আবার ধানের বস্তা শুঁড়ে তুলে নিয়ে যায় গজরাজ। ঘটনার জেরে অঞ্চলপাড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। হাতির হানা রুখতে রাতে বনকর্মীদের টহলদারি এবং সার্চলাইট বিলির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে, বন দফতরের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার এনসিসি আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাঝে খোসমেজাজে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা নাল্লু রেড্ডি আলাপচারিতায় ব্যস্ত এক স্কাউডের সাথে।

হট্টগোল

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচন” বিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, আইনমন্ত্রী যদি রাজি থাকেন তাহলে বিলটি জেপিসিতে পাঠানো হোক। মন্ত্রিসভায় আলোচনা চলাকালীন বিলটি জেপিসি-তে পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অমিত শাহ বলেন, ছাড়পত্রের জন্য ”এক দেশ, এক নির্বাচন” বিল মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়েছিল। তখনই বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী বিলটি জেপিসি-তে পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার লোকসভায় পেশ হয় এক দেশ, এক নির্বাচন বিল। এদিন বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ২৬৯টি, বিপক্ষে ১৯৮টি। নির্ধারিত সময় মেনে মঙ্গলবার সংসদে এক দেশ, এক নির্বাচন বিল লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। মেঘওয়াল জানান, সরকার বিলটি আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠাবে।

প্রসঙ্গত, বিরোধীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও লোকসভায় পেশ হয়ে যায় বিলটি। এক দেশ, এক নির্বাচনের পক্ষে কেন্দ্রের তরফে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এর ফলে নির্বাচন করার বিপুল খরচে রাশ টানা যাবে। বারবার ভোটের জন্য সরকারি কাজকর্ম, উন্নয়ন প্রকল্পে থমকে যায়। একসঙ্গে নির্বাচন হলে তার অনেকটাই সমাধান হবে।

এসআই

● প্রথম পাতার পর

তড়িঘড়ি তাঁকে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেহে বিলোনিয়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে। টানা ২ দিন ধরে হাসপাতালে সঙ্কটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। আজ তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়।

প্রসঙ্গত, সেবক চন্দ্র বিশ্বাসের মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। ওই চিহ্ন দেখে তাঁর পরিবারের সন্দেহ কেউ তাঁকে সজোরে আঘাত করেছে, তাই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।তাঁর সহকর্মীরা বলেন, বিলোনিয়া আদালতের বাইরে নাকি তিনি ডিউটিরত ছিলেন। আদালতে থাকা অন্যান্য লোকজন বলেছেন এএসআই সেবক চন্দ্র বিশ্বাস হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন।পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মস্তিষ্ক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে বলেও জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। সার্বিকভাবে ঘটনাটিকে সন্দেহজনক বলেই মনে করছেন মৃত সেবক চন্দ্র বিশ্বাসের পরিজনরা। তাদের দাবি ঘটনাটির যেন সুষ্ঠু তদন্ত করা হয়।

বাণিজ্য

● প্রথম পাতার পর

সাম্প্রতিকালে এক্সপোর্টার এন্ড ইম্পোর্টার এসোসিয়েশন ত্রিপুরার মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে অতিসত্বর ওই অচলাবস্থা কাটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। সংগঠনের দাবি ছিল, কৈলাসহরস্থিত মনু ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়েও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যের ও দেশের অন্যান্য স্থলবন্দরের মতোই সুযোগ দেওয়ার জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।আজ দীর্ঘ ২০ দিন পর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে কৈলাসহরস্থিত মনু ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন দিয়ে আন্তর্জাতিক বানিজ্য চালু হয়েছে বলে জানিয়েছেন আমদানি রপ্তানিকারক লিটন মিয়া। তিনি জানান, আজ বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫ গাড়ি মাছ আমদানি হয়েছে।

প্রদান

● প্রথম পাতার পর

রক্ষায় ২০১৬ সালে যে আইন তৈরি করা হয়েছিল সেই আইন অনুযায়ী দপ্তরে একজন অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নিয়োগের দাবি জানিয়েছে এসোসিয়েশন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

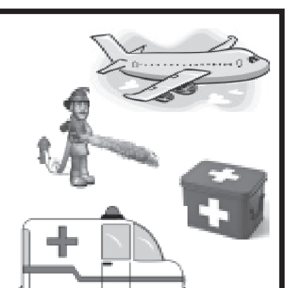

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মোদী

● প্রথম পাতার পর

পরপর দু”বার সরকারকে নির্বাচিত করার জন্য জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াতের নেতৃত্বাধীন রাজস্থানের পূর্ববর্তী সরকারগুলিকে উন্নয়নের মজবুত ভিত্তি স্থাপনের জন্য এবং সুপ্রশাসনের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, ভজনলাল শর্মার বর্তমান সরকার সুপ্রশাসনের ঐতিহ্যকে আরও জোরদার করতে সক্রিয়ভাবে প্রয়াস গ্রহণ করছে। গত এক বছরে গৃহীত কাজগুলি তারই ছাপ বলে তিনি উল্লেখ করেন। গত এক বছরে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প ও কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, দরিদ্র পরিবার, মহিলা, শ্রমিক, বিশ্বকর্মা এবং যাযাবর জনজাতিদের উন্নয়নে বহু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চাকরির পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে এবং নিয়োগও করা পেট্রোল ও ডিজেলের দাম কমে যাওয়ায় মানুষ স্বস্তি পেয়েছেন।

শ্রী মোদী বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার মাধ্যমে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি এই অর্থ জমা দেয় এবং রাজস্থান সরকার কৃষকদের সহায়তার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলি দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়িত পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির রূপায়ণ দ্রুততার সঙ্গে করে চলেছে এবং আজকের এই কর্মসূচি এই অঙ্গীকারেরই এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গ।

রাজস্থানের জলের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী এই সমস্যা সমাধানে নদীগুলিকে যুক্ত করার কথা ভেবেছিলেন এবং এর জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, নদী থেকে অতিরিক্ত জল খরা কবলিত এলাকায় স্থানান্তর করে বন্যা ও খরা উভয় সমস্যার সমাধান করাই এর লক্ষ্য। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী সরকারগুলি কখনই জলের সমস্যা দূর করার পরিকল্পনা নেয়নি, উপরন্তু রাজ্যগুলির মধ্যে জলের বিরোধকে উৎসাহিত করেছিল। শ্রী ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াত এবং শ্রী যশবন্ত সিংয়ের মতো বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ এরজন্য নিরন্তর প্রচেষ্টার করছে বলে তাদেরও প্রশংসা করেছেন তিনি। জালোর, বারমের, চুরু, ঝুনঝুনু, যোধপুর, নাগৌর এবং হনুমানগড়ের মতো জেলাগুলি এখন নর্মদার জল পেয়ে যাওয়ায় শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করেন।ইস্টার্ন রাজস্থান ক্যানাল প্রজেক্টের (ইআরসিপি) বিলম্বের কথা তুলে ধরে শ্রী মোদী বলেন, তাঁর সরকার বিরোধিতা ও বাধাবিপত্তির পরিবর্তে সহযোগিতা ও সমাধানে বিশ্বাসী। তিনি আরও বলেন, তাঁর সরকার ইআরসিপি অনুমোদন ও প্রসারিত করেছে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে তাঁদের সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পার্বতী-কালীসিন্ধ-চম্বল সংযোগ প্রকল্প নিয়ে একটি চুক্তি হয়েছে, যা চম্বল নদী এবং পার্বতী, কালীসিন্ধ, কুনো, বনাস, বনাস, রূপপারেল, গম্ভীরি এবং মেজ নদী সহ তার উপনদীগুলিকে সংযুক্ত করবে। শ্রী মোদী বলেন, তিনি এমন এক দিনের স্বপ্ন দেখছেন যেদিন রাজস্থানে আর জলসঙ্কট থাকবে না এবং উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত জল থাকবে। পার্বতী-কালিসিন্ধ-চম্বল প্রকল্পের সুফলের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এর ফলে রাজস্থানের ২১টি জেলায় সেচ ও পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে এবং রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।ইসারদা লিঙ্ক প্রকল্পের শিলান্যাসের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, তাজেওয়ালা থেকে শেখাওয়াতিতে জল আনার বিষয়ে একটি চুক্তিও হয়েছে, যার ফলে হরিয়ানা ও রাজস্থান উভয়ই উপকৃত হবে। অচিরেই রাজস্থানের ১০০ শতাংশ বাড়িতে নলের মাধ্যমে জল পৌঁছে যাবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 'একবিংশ শতাব্দীর ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' বলে উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আন্দোলনে মহিলাদের শক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বিগত দশকে রাজস্থানের কয়েক লক্ষ মহিলা সহ সারা দেশে ১০ কোটি মহিলা এই গোষ্ঠীগুলিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার এই গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করে, ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করেছে এবং প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছে। তিনি বলেন, সরকার এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির তিন কোটি মহিলাকে ”লাখপতি দিদি” হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে, যেখানে ১.২৫ কোটিরও বেশি মহিলা ইতিমধ্যেই এই মর্যাদা অর্জন করেছেন এবং বার্ষিক এক লক্ষ টাকারও বেশি আয় করছেন।মহিলাদের ক্ষমতায়নে অসংখ্য নতুন প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ”নমো ড্রোন দিদি” প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন, যার আওতায় হাজার হাজার মহিলাকে ড্রোন পাইলট হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে হাজার হাজার গোষ্ঠী ইতিমধ্যে ড্রোন পেয়েছে এবং মহিলারা এগুলি কৃষিকাজ এবং উপার্জনের জন্য ব্যবহার করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাজস্থান সরকারও এই প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।মহিলাদের জন্য সম্প্রতি চালু হওয়া আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ”বিমা সখী যোজনা”র কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই কর্মসূচির আওতায় গ্রামের মহিলা ও কন্যারা বিমার কাজে যুক্ত হবেন এবং প্রশিক্ষণ পাবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বীমা সখীরা এখন ভারতের প্রতিটি পরিবারকে বিমা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, 'আমাদের সরকার গ্রামগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যা উন্নত ভারত গঠনের জন্য অপরিহার্য' ।রাজস্থানের সৌর শক্তির উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার সৌর শক্তিকে বিদ্যুতের বিল শূন্যে নামিয়ে আনার উপায় বানিয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত প্রধানমন্ত্রী সূর্যগড় মুক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্পে ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর জন্য ৭৮ হাজার টাকা প্রদান করে থাকে এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ গৃহস্থালির মাধ্যমে ব্যবহার করার পাশাপাশি উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ সরকার ক্রয় করবে। ১ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি পরিবার এই কর্মসূচির জন্য নাম নথিভুক্ত করায় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রায় ৭ লক্ষ বাড়িতে ইতিমধ্যেই সৌর প্যানেল ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার শুধু ছাদে নয়, কৃষি জমিতেও সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা দিচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কুসুম প্রকল্পের আওতায় রাজস্থান সরকার আগামী দিনে কয়েকশো নতুন সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে। শ্রী মোদী বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, যখন প্রতিটি পরিবার ও কৃষক শক্তি উৎপাদক হয়ে উঠবেন, তখন বিদ্যুৎ থেকে আয় হবে এবং প্রতিটি পরিবারের আয় বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, 'আমরা রাজস্থানকে সড়ক, রেল এবং বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সংযুক্ত রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, এই সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের সময় বাঁচানো এবং তাঁদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো।জামনগর-অমৃতসর অর্থনৈতিক করিডর যখন দিল্লি-অমৃতসর-কাটরা এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে, তখন তা রাজস্থানকে বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত করবে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এর ফলে, উত্তর ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে কান্ডলা ও মুন্দ্রা বন্দরে সরাসরি যাতায়াতের সুযোগ তৈরি হবে, রাজস্থানের পরিবহণ ক্ষেত্র উপকৃত হবে, বড় গুদাম গড়ে তোলা হবে এবং যুবসমাজের জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যোধপুর রিং রোডটি জয়পুর, পালি, বারমের, জয়সলমীর, নাগৌর এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তুলবে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।জল সংরক্ষণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, জলের প্রতিটি বিন্দু কার্যকরভাবে ব্যবহারের দায়িত্ব সরকার ও সমাজ উভয়েরই। কৃষকদেরকে প্রাকৃতিক চাষের প্রসারে উৎসাহিত হতে বলেন। শ্রী মোদী বৃক্ষরোপণের তাৎপর্যের কথা তুলে ধরেন এবং ধরিত্রী মা ও মা উভয়কেই সম্মান জানাতে ”এক পেড মা কে নাম” অভিযানের পরামর্শ দেন। স্বচ্ছ ভারত ও বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অভিযানের মত পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সাফল্য অর্জিত হবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।প্রধানমন্ত্রী বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, রাজস্থানের আধুনিক উন্নয়ন ও পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপকৃত করবে। তিনি বলেন, এই প্রচেষ্টাগুলি উন্নত রাজস্থান গঠনে অবদান রাখবে, যার ফলস্বরূপ ভারতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে শ্রী মোদী বলেন, আগামী বছরগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার আরও গতি নিয়ে কাজ করবে এবং জনগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে রাজস্থানের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও প্রচেষ্টার বাকি রাখবে না।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের রাজ্যপাল হরিভাউ কিষাণরাও বাগাড়ে, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাতিল, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, ডঃ মোহন যাদব প্রমুখ।

রাজ্যের ড.মহানামব্রত ব্রহ্মচারী শিক্ষক সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড.ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর: এবছর প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা রাজ্যের ড.মহানামব্রত ব্রহ্মচারী শিক্ষক সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড.ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বর্তমান সভাপতি ড.ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী রাজ্যের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাবিদ্যালয় ছাড়াও উদয়পুরসিত নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মঙ্গলবার নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, বিশালগড় শাখার তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ড.মহানামব্রত ব্রহ্মচারী শিক্ষক সম্মান-২০২৪ ইং প্রাপক হিসেবে ড.ধনঞ্জয় গণ চৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়।

পাশাপাশি উৎসবের বিস্তারিত কর্মসূচিও তুলে ধরা হয়। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক মিঠুন রায় বলেন,বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক, বৈষ্ণবাচার্য্য ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের ১২১ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ বিশালগড় শাখার উদ্যোগে ২২ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪ চার দিন ব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

২২ ডিসেম্বর, রবিবার দুপুর দুইটায় বিশালগড় নারাউড়াস্থিত প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে তিনটি বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হবে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ক বিভাগ : প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত, খ বিভাগ :দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত, গ বিভাগ: পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। প্রত্যেক বিভাগে প্রতিযোগিতার বিষয় যেমন খুশি তেমন আঁকো।

অংশগ্রহণকারীদের আবেদনপত্র জমা দিতে হবে ১৫ ই ডিসেম্বরের মধ্যে। ২৩ ডিসেম্বর সোমবার বিকাল তিনটায় প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে অনুষ্ঠিত হবে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী স্মারক বক্তৃতা। আলোচ্য বিষয়: বর্তমান সময়ে যুগ সংকট উত্তরণে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ছিল অবদান। বক্তব্য রাখবেন কলকাতা থেকে আগত মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সহ সম্পাদক তথা বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী জ্যোতির্ময় গুহ। উপস্থিত থাকবেন আগরতলা মহানাম অঙ্গনের মঠাধ্যক্ষ সমাধিবন্ধু ব্রহ্মচারী। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে ড.ধনঞ্জয় গণ চৌধুরীকে ড.মহানামব্রত ব্রহ্মচারী শিক্ষক সম্মান ২০২৪ প্রদান করা হবে। সবশেষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

২৪ ডিসেম্বর ,মঙ্গলবার মধ্য লক্ষ্মীবিলস্থিত ড.মহা নামব্রত ব্রহ্মচারী উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যথাক্রমে বিধায়ক সুশান্ত দেব এবং দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বার্তাসম্পাদক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক। সন্ধ্যা ৫টায় প্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

২৫ ডিসেম্বর বুধবার মঙ্গল আরতি, টহল কীর্তন, বাল্য ভোগ, মহানাম কীর্তন, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ মহা প্রসাদ বিতরণ, সন্ধ্যা আরতি অন্তে উৎসবের সমাপ্তি।গোটা উৎসব কে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের তরফে উৎসবে সকলের উপস্থিতি কামনা করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘ, বিশালগড় শাখার সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক মিঠুন রায়, সহ.সম্পাদক সুখেন চন্দ্র ভৌমিক, প্রবীণ ভক্ত নিখিল দাস সহ অন্যান্যরা।

এসএফআই কর্মসূচিতে বারাসত কলেজে ধুন্ধুমার মুখ ফাটল পুলিশের

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার বারাসত কলেজে সেমেস্টার পরীক্ষার চলাকালীন এসএফআইয়ের কর্মসূচিতে রীতিমত দক্ষযজ্ঞ বেধে যায়। হামলার মধ্যে পড়ে এক পুলিশ কর্মী জখম হয়েছেন। আর জি কর কাণ্ড নিয়ে কলেজের গেটের বাইরের এদিন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ-স্লোগানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষার্থীদের সমস্যা হতে পারে বলে তাঁদের বাধা দিতে যায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। আর তার থেকেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও এসএফআইয়ের মধ্যে শুরু হয় ধুন্ধুমার। মারমুখী হয়ে ওঠে দুই পক্ষ। সংঘর্ষ থামাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়।

বারাসত কলেজে সেমেস্টারের পরীক্ষা চলছিল। বেলার দিকে এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা ওই এলাকায় জড়ো হন। আর জি কর কাণ্ডে বিচার চেয়ে মিছিল শুরু করেন তাঁরা। মিছিল ওই কলেজ গেটের সামনে পৌঁছয়। তুমুল স্লোগান চলে কলেজ ফটকের সামনে। কলেজে পরীক্ষা চলছিল। পাল্টা কলেজের গেটের সামনে পৌঁছয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের লোকজন। তারা দাবি তোলে কোনওভাবেই সেখানে স্লোগান দেওয়া যাবে না। শুরু হয়ে যায় দুই তরফের জন্য বিবাদ। তারপরেই হাতাহাতি।

ক্রমে সেই জায়গা রণক্ষেত্র হয়ে যায়। কলেজের অদূরেই শিয়ালদহ-বনগাঁ রেলপথ। কলেজের সামনে দিয়েই গিয়েছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। বিক্ষোভ আরও এগিয়ে যায় ১১ নম্বর রেলগেটের সামনে। সেই বিবাদ অদূরে বারাসত গভর্মেন্ট কলেজের সামনেও শুরু হয়ে যায়। টিএমসিপি ও এসএফআইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ আরও ছড়িয়ে পড়ে। গোটা এলাকা যানজটে স্তব্ধ হয়ে যায়।

বারাসত থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আরও বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে এক পুলিশ কর্মীর মুখ ফেটে যায়। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুই পক্ষকেই পুলিশ দূরে সরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে তা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

ঐতিহ্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং একে অন্যকে শ্রদ্ধা করার একটি মঞ্চ। এনসিসিতে ছেলে মেয়েদের বেশি করে যোগদান করানোর জন্য পদক্ষেপ নিতে অভিভাবদের কাছে আহ্বান রাখেন।

রাজ্যপাল বলেন এনসিসি শৃঙ্খলা শেখায়, জাতীয় চেতনা বোধ বাড়াতে সাহায্য করে। এনসিসি ছেলেমেয়েদেরকে দেশকে রক্ষা করার মানসিকতা গঠনের যেমন শিক্ষা দেয় তেমনি সুনাগরিক হিসেবে তাদের গড়ে তুলতেও সহায়তা করে। তিনি বলেন এনসিসি শৃঙ্খলা শেখায়। কম্পিউটার ও স্মার্টফোন নিয়ে বসে থাকার খারাপ অভ্যাস ও নেশার মতো অবাঞ্ছিত ব্যাধি থেকে দূরে রাখতেও সাহায্য করে এনসিসি-র দেওয়া অনুশীলন। রাজ্যপাল ক্যাডেটদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। এই শিবিরের আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিলচরস্থিত এনসিসি”র গ্রুপ হেড কোয়ার্টারের গ্রুপ কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার কপিল সুদ। উপস্থিত ছিলেন ১৩-ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসি”র কমান্ডিং অফিসার সি রাজশেখর এবং এনসিসি”র অন্যান্য আধিকারিকগণ।

চাকুরি প্রত্যাশীদের

● প্রথম পাতার পর

অব্দি আবেদনকারীরা নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি পায়নি। এখন অব্দি এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। চাকুরী প্রত্যাশীরা অবিলম্বে তাদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবি জানিয়েছে।

মানিক

● প্রথম পাতার পর

বলেন রাজ্য এখন লুটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। রেশন ব্যাবস্থা তুলে দেবার চেষ্টা চলছে। রেগার কাজের মুজুরী কমিয়ে দিচ্ছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান করেন তিনি।

প্রশাসনের অভিযান

● প্রথম পাতার পর

জায়গায় অভিযান চালিয়ে এদিন দুজন শিশুকে উদ্ধার করে শেল্টার হাউজে নিয়ে যাওয়া হয়।বুধবার তাদের উপযুক্ত কাগজপত্র নিয়ে তাদের পরিবার লোকরা শিশু কমিশনে আসলে তারপর তাদেরকে অভিভাবকের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ধলেশ্বর বাইপাসে যান চলাচল বন্ধ

হাইলাকান্দি (অসম) ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাওয়ার গ্রিডের ১৩২ কেভি বৈদ্যুতিক লাইন উত্তর কাঞ্চনপুর এলাকায় মেরামতির জন্য আগামী ২২ ডিসেম্বর ৬ নং জাতীয় সড়কের ধলেশ্বর বাইপাস দিয়ে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। পূর্ত বিভাগের জাতীয় সড়ক শাখার নির্বাহী বাস্তুকার আব্দুল হক খান এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন যে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ধলেশ্বর বাইপাসটি আগামী রবিবার সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে।। তবে বর্তমান বাইপাসের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পুরনো ধলেশ্বর সড়কটি দিয়ে ওইদিন যান চলাচল করতে পারবে।

বহরমপুরে এসটিএফের বড় সাফল্য, ৩ কোটি টাকার মাদক সহ দুই পাচারকারী গ্রেফতার

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) বহরমপুরের ফতেহপুর মোড়ে একটি বড় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ওষুধ ফেনসিডিল কাশির সিরাপ উদ্ধার করেছে। অভিযান চলাকালীন এসটিএফ দুটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি করে, গাড়ি থেকে মোট ২২ হাজার ৩০৯ বোতল ফেনসিডিল কাশির সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা বলে জানা গেছে।

এসটিএফ এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিৎ বসু মঙ্গলবার জানিয়েছেন যে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে, এসটিএফ কলকাতার জাতীয় সড়কের ফতেপুর মোড়ের কাছে দুটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। বাজেয়াপ্ত গাড়ির মধ্যে একটি কন্টেইনার

এবং একটি ছয় চাকার ট্রাক রয়েছে। মাদকসহ দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়। ধৃতরা হলেন বাবলু প্রসাদ গুপ্ত এবং এমডি জুল্লুর রহমান, ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার বাসিন্দা।

তদন্তে জানা গেছে, অভিযুক্ত দুজনই একটি আন্তঃরাজ্য মাদক চোরাচালান চক্রের সদস্য। উত্তর প্রদেশ থেকে মাদক এনে পশ্চিমবঙ্গের কালোবাজারি করে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল। এই চক্রের অন্য সদস্যদের ধরতে পুলিশ আরও তদন্ত চালাচ্ছে।

মণিপুরের শাংশাক-তেনুপাল ১০২এ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রকল্পে ৭৭৭.৬১ টাকা মঞ্জুর কেন্দ্রের

ইমফল, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : মণিপুরের শাংশাক-তেনুপাল ১০২এ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রকল্পে (প্যাকেজ-৩) ৭৭৭.৬১ টাকা মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় ভূতল সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক। মঞ্জুরকৃত টাকায় শাংশাক-তেনুপাল জাতীয় সড়ককে প্রশস্ত করে উন্নীত করা হবে। ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ঘোষিত এই প্রকল্পের লক্ষ্য, ৪৮ কিলোমিটার একক-লেনের রাস্তাকে মজবুত করে দুই লেনে প্রসারিত করা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০:৪১টায় নিজের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স হ্যান্ডলে এ খবর দিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক দফতরের মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি জানান, 'মণিপুরে আমরা জাতীয় সড়ক ১০২এ-র শাংশাক-তেনোপাল রোড (প্যাকেজ-৩) অংশের প্রশস্তকরণ ও উন্নতির জন্য ৭৭৭.৬১ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করেছি।' প্রসারিত জাতীয় সড়কটি খোংলো থেকে কাসোম-খুল্লেন হয়ে উখরুল এবং কামজং জেলাকে সংযুক্ত করবে। সড়কটি প্রশস্ত এবং উন্নীত হলে যানবাহন পরিচালনার খরচ কমবে। পাশাপাশি যাত্রীদের জন্য আরও ভালো পরিষেবা প্রদান করবে বলে আশা করি, লিখেছেন মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। এছাড়া দুই জেলার মধ্যে যাতায়াত সহজ করার পাশাপাশি উন্নত সড়ক পরিকাঠামো এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে চালিত করবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি পর্যটন এবং স্থানীয় ব্যবসাকেও উৎসাহিত করতে পারে, কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারে এবং মণিপুরের আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

উচ্চ শিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করবে এনটিএ: ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ২০২৫ সাল থেকে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করবে। কোনও নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করবে না। জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

চলতি বছরে বিতর্কের রিোনামে উঠে এসেছিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় কারচুপির অভিযোগ ওঠে সর্বভারতীয় সংস্থাটির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, এবার থেকে কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্বে থাকবে তারা। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয় একটি পরীক্ষা নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে আগামী বছর ঢেলে সাজানো হবে এনটিএ পরিকাঠামো, তৈরি হবে ১০টি নতুন পদ।

'ফেরারি' তৃণমূল কাউন্সিলের বাড়ির দেওয়ালে নোটিস সেঁটে দিল বাগুইআটি থানা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বাগুইআটির প্রোমোটার আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার পর থেকে অধরা তৃণমূল কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তী। ঘটনার তদন্তে নেমে একাধিকবার তাঁর বাড়িতে গেলেও খোঁজ পায়নি পুলিশ। শেষমেশ মঙ্গলবার 'ফেরারি' কাউন্সিলের বাড়ির দেওয়ালে নোটিস সেঁটে দেওয়া হল বাগুইআটি থানার তরফে।

তাঁকে বাগুইআটি থানায় দেখা করার কথা বলা হয়েছে। প্রোমোটার কিশোর হালদারকে মারধরের মামলায় কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ, সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে নোটিসে। অভিযোগ, প্রমোটার কাউন্সিলরকে ৩ লক্ষ টাকা দিলেও তাঁর দাবিদাওয়া বাড়তে থাকে। সেই টাকা দিতে পারছিলেন না প্রোমোটার। এরপর কিশোরবাবুর বাড়িতে গিয়ে কাউন্সিলর জোরজুলুম করেন। সেসময় তাঁর অনুগামীরা হামলা চালান। তাতে মাথা ফেটে রক্তাক্ত হন প্রোমোটার। প্রসঙ্গত, প্রোমোটার কিশোর হালদারকে মারধরের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুজনকে গ্রেফতার করেছে বাগুইআটি থানার পুলিশ। ধৃত রমেন মণ্ডল ও শুভঙ্কর মণ্ডলকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় বারাসত আদালত।

ত্রিপুরাকে পেছনে ফেলে প্লেট গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন পন্ডিচেরী মূলপর্বে খেলবে

পন্ডিচেরী : ৩৬৪ ও ৩৪৭/৯ ত্রিপুরা- ১৮৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিত ভাবেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলো পন্ডিচেরি। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে মোক্ষম ৩ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো পন্ডিচেরী। রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো ত্রিপুরাকে। অনূর্ধ -১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটের ফাইনালে। পন্ডিচেরীর সি এ পি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে স্বাগতিক দলের ৩৬৪ রানের জবাবে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৮৭ রান করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৭৭ রানে এগিয়ে থাকে দুই অধিনায়কের সম্মতিতে যখন খেলা শেষ হয় তখন পন্ডিচেরী নয় উইকেট হারিয়ে ৩৪৭ রান করে। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগামী বছর এলিট 'এ' গ্রুপে খেলার ছাড়পত্র পেল পন্ডিচেরী।

ত্রিপুরা আগামী বছর খেলবে এলিট 'বি' গ্রুপে। তৃতীয় দিনের ২ উইকেটের ২০৪ রান নিয়ে খেলতে নেমে মঙ্গলবার ব্যাটিং অনুশীলন সেরে নেন পন্ডিচেরীর ক্রিকেটাররা। দিনের শুরু থেকেই উইকেটের টিকে থাকার উপর নজর দেন ওই রাজ্যের ব্যাটসম্যান-রা। শেষ পর্যন্ত ১০৮ ওভার ব্যাট করে ৩৪৭ রান করে ৯ উইকেট হারিয়ে। দলের পক্ষে প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও শতরান করেন রাঘবন। রাঘবন ১৫৪ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২২, প্রজন কুমার ১১১ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৫, প্রসিদ রাম ১৩৯ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৮, সৃজন সিংহাসন ৬৭ বল খেলে নয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে রোহন বিশ্বাস ৮৮ রানে এবং অর্কজিৎ রায় ১০১ রানে চারটি করে উইকেট দখল করেন। আসরের প্রথম ম্যাচে পুদুচেরীর বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলো ত্রিপুরা। এবার গ্রুপ চ্যাম্পিয়শীপ ম্যাচে ওই পরাজয়ের বদলা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন অর্কজিৎ-রা।

অনূর্ধ-২৩ জাতীয় ক্রিকেট : লড়াই করেও বিদর্ভের কাছে হারলো ত্রিপুরা

বিদর্ভ-৩৫০/৫ ত্রিপুরা- ৩০২/৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে রানের বণ্যা। ১০০ ওভার ব্যাট করে দুদলের মোট স্কোর ৬৫২ রান। প্রথম ম্যাচের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও দুরন্ত লড়াই করলেও জয় অধরা রইলো ত্রিপুরার। টানা দুই ম্যাচে পরাজিত হয়ে মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। বরোদাতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-২৩ একদিবসীয় ক্রিকেটে। ওই রাজ্যের দর্শন স্পোর্টস এন্ড এডুকিশন আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৪৮ রানে। বিদর্ভের গড়া ৩৫০ রানের জবাবে ত্রিপুরা ৩০২ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরার তন্ময় দাস এবং আনন্দ ভৌমিক অর্ধশতরান করেছেন। ১৯ ডিসেম্বর ত্রিপুরার তৃতীয় প্রতিপক্ষ গুজরাট। ত্রিপুরার বোলারদের গলির বোলারের পর্যায়ে নামিয়ে বড় স্কোর করল বিদর্ভ। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে পাহাড় সমান ৩৫০ রান করে বিদর্ভ পাঁচ উইকেট হারিয়ে। ত্রিপুরার কোন বোলারকেই সমীহ করেননি প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানরা। ত্রিপুরার অধিনায়ক ৮ জন বোলারকে দিয়ে বল করিয়েও বিপক্ষের রানের গতি কমাতে পারেননি। ওপেনিং জুটিতে অনিকেত পান্ডে এবং শিবম ডি ১১৬ বল খেলে ১০১ রান যোগ করে বিদর্ভকে বড় স্কোর গড়ার ইঙ্গিত দেন।অনিকেত ১১৫ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও দুটি আওয়ার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৫ এবং শিবম ৫৮ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে আটচল্লিশ রান করেন। এরপর ২২ গজে রীতিমতো ঝড় তুলেন দলনায়ক মোহাম্মদ ফাইজ। অনবরত বল সীমানার বাইরে পাঠাতে থাকেন। শেষ দিকে রানের গতি আরও বাড়ান হর্ষ দুবে। ফাইজ ৫৬ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৭৩ এবং হর্ষ ২৪ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৮ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে জগজ্যোৎ তেত্রিশ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং অসিত সিং ১১ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। ত্রিপুরার পক্ষে দীপ্তনু চক্রবর্তী ৬৩ রানের দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেবে ত্রিপুর নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩০২ রান করতে সক্ষম হয়। রাজ্যদলের পক্ষে আনন্দ ভৌমিক ৮০ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮২, ওপেনার তন্ময় দাস ৬৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৬, ঋতুরাজ ঘোষ রায় ৬৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯,অরিন্দম বর্মন ২৬ বল খেলে ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ এবং স্বরব সাহানি ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ (অপ:) রান করেন। বিদর্ভের পক্ষে বরুণ রাজ সিং বিস্ট ২৭ রানে এবং হর্ষ দুবে ৩৩ রানে ২ করে উইকেট দখল করেন।

প্রচারহীনভাবে মন্দির নগরীতে শুরু হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় দাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। উদয়পুরে উদ্বোধন হলো জেলা কোর্স কমপ্লেক্সে ২২ তম উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দাবা প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার পতাকা উত্তোলন এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে তার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জিলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়, পৌর চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার,রাজ্য দাবা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অভিজিৎ মল্লিক, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ সহ আরো অনেকে।কিন্তু এদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দাবা প্রতিযোগিতায় যেভাবে শুরু হয়েছে তা ছিল একেবারে সাদামাটা।কোন ধরনের প্রচার অভিযান করা হয়নি গোমতী জেলা জুড়ে। এই জেলার ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রে কত হাজার মানুষ এই খেলা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তা বলা খুবই মুশকিল। ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ময়দানে দাবা প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়দের অভিভাবক ও শাসক দলের কিছু চুনোপুটি নেতা ছাড়া কোথাও ক্রীড়া প্রেমী সাধারণ মানুষের ভিড় দেখা যায়নি। শহরের কোথাও বড় ধরনের প্রচার অভিযান চোখে পড়েনি? এই খেলাকে কেন্দ্র করে। রাজ্য সরকার নিজেদের মতো করে প্রচেষ্টা করছে কিভাবে প্রচার অভিযান করা যায় পাহাড়ি রাজ্যে। কিন্তু সমতলেই দেখা যাচ্ছে খেলার জগতে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা চলছে যেটা উদয়পুরে সব থেকে বেশি দেখতে পাওয়া গিয়েছে এদিন সকালে। এদিন সাংবাদিকদের জন্য কোন ধরনের বসার জায়গা পর্যন্ত ছিল না গার্লস স্কুল ময়দানে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে শাসকদলের কিছু চুনোপুটি নেতা উদয়পুরের সাংবাদিকদের বসার জায়গায় রাজনীতির আলাপচারিতায় ব্যস্ত রয়েছিল। কিন্তু আসাম নাগাল্যান্ড, মিজোরাম , সিকিমসহ একাধিক রাজ্যের খেলোয়ারদের কোচ থেকে শুরু করে অভিভাবকদের বসার কোন ধরনের জায়গায় এইদিন ছিল না। এক ধরনের অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দাবা প্রতিযোগিতার সূচনা হয় উদয়পুরের ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ময়দানে।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের মিট ভারতে

শেষ কয়েক বছরে নীরজ চোপড়া বারবারই জানিয়েছেন, দেশের মাটিতে প্রথম সারির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় লড়াই করতে চান তিনি। এবার সত্যি হতে চলেছে তাঁর সেই স্বপ্ন। আগামী বছর ১০ আগস্ট ভুবনেশ্বরে হতে চলেছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের একটি কন্টিনেন্টাল টু-র ইভেন্ট, যা ব্রোঞ্জ পর্যায়ের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা।

ভারতে অন্তত দু'দশক কোনও বড় গ্লোবাল অ্যাথলেটিক্স মিট অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০০৪ সালে দিল্লিতে হওয়া 'হাফ ম্যারাথন' চ্যাম্পিয়নশিপের পর এই মিটই এদেশে প্রথম বড় প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। তার আগে গত শতকের শেষদিকে পরপর কয়েকটি আন্তর্জাতিক পারমিট মিট হয়েছে ভারতে। অবশেষে সেই খরা কাটতে চলেছে আগামী ১০ আগস্ট। রবিবার এই প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করেছে জাতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন। যা নিয়ে ফেডারেশনের এক কর্তার বার্তা, "অনেকদিন পর আমরা বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চলেছি। এই মিট এদেশে অ্যাথলেটিক্সের উন্নতিতে সহায়তা করবে।" কন্টিনেন্টাল টু-র বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের অধীনে হওয়া প্রতিযোগিতা যেখানে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের বিভিন্ন ইভেন্ট হয়। ডায়মন্ড লিগের ঠিক পরই এর স্থান। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে টোকিওয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হবে। তার আগে ভুবনেশ্বরের এই মিট থেকে র্যাঙ্কিং পয়েন্ট পাওয়ার সুযোগ রয়েছে অ্যাথলিটদের সামনে। এএফআই সভাপতি আদিল সুমারিওয়ালা এই প্রসঙ্গে বলেন, "সেপ্টেম্বরে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ হবে। তার আগে এই মিট ভারতীয় অ্যাথলিটদের কাছে দেশের মাটিতে নিজেদের মেলে ধরার সেরা সুযোগ।" সূত্রের খবর, এই মিট সফলভাবে আয়োজনের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক জ্যাভলিন মিট আয়োজনের জন্যও দাবি জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের কন্টিনেন্টাল টু-রে ব্রোঞ্জ পর্যায়ের মিট আয়োজনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। তারমধ্যে তিন হাজার দর্শকাসনের স্টেডিয়াম, অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদাবিশিষ্ট ছয় লেনের ট্র্যাক, অ্যাথলিটদের থাকার জন্য তিনতারা হোটেল-সহ আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামোর মতো বিষয় রয়েছে।

ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়াম এই সব শর্তই পূরণ করে। কারণ এখানে ফটো ফিনিশ সিস্টেম, একজোড়া বৈদ্যুতিন বোর্ড, ভিডিও স্ক্রিনের মতো পরিকাঠামো রয়েছে। এখানে বিভিন্ন জাতীয় মিটের পাশাপাশি ২০১৭ সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপও হয়েছে। এমনকী বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের সভাপতি সেবাস্টিয়ান কো এই স্টেডিয়ামের প্রশংসা করেছেন। গ্লোবাল অ্যাথলেটিক্স আয়োজনের জন্য কলিঙ্গকেই বেছে নেওয়া হয়েছে বলে ফেডারেশন সূত্রে খবর।

ছন্দহীন বিরাটকে ২০ বছর আগের সিডনিতে ফেরার পরামর্শ গাভাসকরের

পারথ টেস্টে সেঞ্চুরি করে ফর্মে ফেরার আশা দেখিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। কিন্তু তার পর অ্যাডিলেড ও ব্রিসবেনে ব্যর্থতা অপেক্ষা করেছিল তাঁর জন্য। কীভাবে ফর্মে ফেরা সম্ভব? শচীনের কথা মনে করিয়ে কোহলিকে পরামর্শ দিলেন গাভাসকর। অন্যদিকে ছন্দহীন থাকলেও কোহলির উইকেটই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা জানালেন অজি তারকা মিচেল মার্শ। এদিনও অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিয়ে আউট হলেন বিরাট। রীতিমতো ফাঁদে ফেলে ৩ রানের মাথায় তাঁকে ফিরিয়ে দেন হ্যাজেলউড। যা দেখে হতাশ সুনীল গাভাসকর। তাঁর মতে, "অনুশীলনে তুমি যাই করো না কেন, ম্যাচের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে একটা বাজে শট খেললেই তুমি আউট।" সেই সূত্রে গাভাসকর তুলে আনলেন শচীন তেণ্ডুলকরের ২০ বছর পুরনো সিডনি টেস্টের কথা।এদিন গাভাসকর বলেন, "আমার মতে কোহলির উচিত শচীনের ২০০৪-র ইনিংস একবার ফিরে দেখা। সেখানেও প্রথম তিনটি টেস্টে শচীন অফ স্ট্যাম্পে আউট হয়েছিল।

ঝাড়খন্ডে জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ ১৯ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ ১৯ অ্যাথলেটিকস আসরে ত্রিপুরা দল অংশগ্রহণ করবে। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের পর যথারীতি নির্দিষ্ট নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে। আগামী ৫ থেকে ৮ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ ১৯ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হবে। যথাসময়ে রাজ্য দল ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো : সৌরভ হোসেন, অনিমেষ দে, দ্বীপ দাস, শুভঙ্কর দাস, রাহুল সরকার, স্কেলিন দেববর্মা, মৌমিতা দাস, জবা বেগম, মৌসুমী দেব, অমিয় কুমার দাস (ম্যানেজার), সীমা সাহা (কোচ)।

উৎসাহ, উদ্দীপনা ও একতার সাথে আগরতলায় সাইক্লিং দিবস উদযাপন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলায় সাইক্লিং দিবস উদযাপন উদযাপন করা হয়েছে। ভারতের প্রথম সাইক্লিং দিবসের একটি অনুপ্রেরণামূলক উদযাপনে, আগরতলার রাস্তায় একটি প্রাণবন্ত তিন কিলোমিটার সাইক্লিং র‍্যালি প্রত্যক্ষ করেছে, যা ফিটনেস এবং দূষণমুক্ত ভবিষ্যতের জন্য দেশব্যাপী আহ্বানের প্রতিধ্বনি করছে। মনসুখ মান্ডাভিয়ার দূরদর্শী নেতৃত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি সর্বস্তরের সাইক্লিং উৎসাহীদের একত্রিত করেছিল। আয়োজক ছিল কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। আগরতলার বাইসাইকেল মেয়র গোপেশ দেবনাথ এবং আগরতলা সাইক্লোহলিক্স ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ঐতিহাসিক উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ থেকে এই সাইকেল র‍্যালি শুরু হয়েছিল। এবারের থিম ছিল স্বাস্থ্য, ফিটনেস এবং পরিবেশগত সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে 'প্যাডাল ফর ফিটনেস এবং একটি দূষণ-মুক্ত ভবিষ্যত।' প্রায় অর্ধশত সাইক্লিস্ট উৎসাহের সাথে ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন, সাইকেল চালানোকে পরিবহনের একটি টেকসই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেন। র‍্যালিতে বিখ্যাত কোচ দ্রোনাচার্য্য বিশ্বেশ্বর নন্দী, অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ এবং স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অন্যান্য সম্মানিত প্রতিনিধিরা ফ্ল্যাগ অফ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্য ক্রিকেটারদের জন্য জার্সি উন্মোচিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চলতি ক্রিকেট মরশুম উপলক্ষে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্য খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে জার্সি উন্মোচন করা হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই জার্সি উন্মোচন করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সহ সভাপতি অনির্বাণ দেব, সম্পাদক অভিষেক দে সহ সকল কার্যকরী সদস্য এবং সাধারণ সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং কো-স্পন্সরর তথা উদ্যোগপতি রুপম রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব টিমের বেশ ক-জন খেলোয়াড়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আগামী ২২ ডিসেম্বর রাজ্যের অন্যতম কর্পোরেট সেক্টর এর সঙ্গে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ রয়েছে।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : রাজদীপের অর্ধশতরান নাগাল্যান্ড জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু ত্রিপুরার

নাগাল্যান্ড- ৬০ ও ১৪/১ ত্রিপুরা- ২০১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দিনেই পতন হলো ২১ উইকেটের। বড় কোনও এঘটন না ঘটলে দ্বিতীয় দিনেই শেষ হয়ে যাবে ম্যাচ। এবং আসরের দ্বিতীয় জয়ের পথে ত্রিপুরা। প্রথম দিনের শেষে চালকের আসনে রাজ্যদল। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। ভুবনেশ্বরের বিকাশ ক্রিকেট মাঠে মঙ্গলবার প্রথম দিনে দাপট দেখালো ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। নাগাল্যান্ডের গড়া মাত্র ৬০ রানের জবাবে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ২০১ রান করেছিলো। ১৪১ রানে পিছিয়ে থেকে প্রথম দিনের শেষে নাগাল্যান্ড ১ উইকেট হারিয়ে ১৪ রান করে। নাগাল্যান্ড এখনও ১২৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে। ত্রিপুরার অধিনায়ক রাজদীপ দেবনাথ অর্ধশতরান করেছে। বুধবার সকালে ত্রিপুরার বোলাররা জ্বলে উঠতে পারলে ইনিংসে জয় পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যদলের। সকালে টসে জয় লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় নাগাল্যান্ড এর ইনিংস। প্রথম দুই ম্যাচে জয় পাওয়া নাগাল্যান্ড দলকে কার্যত খোজেই পাওয়া যায় নি।এর পুরো কৃতিত্ব ত্রিপুরার বোলারদের। নাগাল্যান্ড মাত্র ২৬.৩ ওভার ব্যাট করে গুটিয়ে জয় ৬০ রানে। দলের পক্ষে সাজিদ লস্কর ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭, এমনকি লনকুমার ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং শিবা কুমার যাদব ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। ত্রিপুরার বোলারদের দুরন্ত বোলিং এর সামনে নাগাল্যান্ড এর আর কোনো ব্যাটসম্যান মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ত্রিপুরার পক্ষে শুভদীপ পাল ৪ রানে ৩ টি, পৃথ্বীরাজ গোপ ১২ রানে, মাহীন চৌধুরী ১২ রানে এবং কিষান সরকার ১৮ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা ৪৯ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২০১ রান করতে সক্ষম হয়। ত্রিপুরাকে কার্যত এগিয়ে নিয়ে যেতে মূখ্য ভূমিকা নেয় দলনায়ক রাজদীপ দেবনাথ। রাজদীপের চওড়া ব্যাট কার্যত শাসন করে নাগাল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের। টানা ২ ম্যাচে অর্ধশতরান করে ত্রিপুরার ওই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানটি। রাজদীপ ৭০ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২ রান করে। এছাড়া ত্রিপুরার হয়ে সন্দীপন দাস ৮৪ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪,প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ৪৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, ওপেনার মৈনাক সাহা ৩৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। নাগাল্যান্ডের পক্ষে আলোতো সুমি ৬৫ রানে ৭ টি এবং অমংতি লোংকোমের ৪৮ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। ১৪১ রানে পিছিয়ে থেকে প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত নাগাল্যান্ড ১ উইকেট হারিয়ে ১৪ রান করে। দলের পক্ষে ইমকংতেমশো ৮ রানে অপরাজিত রয়েছে।

দিল্লির হাত থেকে পন্থকে ছিনিয়ে নিতে ছক কষেছিলেন গোয়েনা

আইপিএলের নিলামে ঋষভ পন্থকে ২৭ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। মালিক সঞ্জীব গোয়েনা জানালেন কোন পরিকল্পনায় দিল্লি ক্যাপিটালসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ভারতীয় উইকেটরক্ষককে। কেন নিলামে ২৭ কোটি টাকা দর দিয়েছিলেন পন্থের জন্য? সেটাও জানালেন গোয়েনা।

আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলতেন পন্থ। কিন্তু তিনি নিজে নিলামে উঠতে চেয়েছিলেন। পন্থকে ছাড়তে চায়নি দিল্লি। যে কারণে নিলামে তাঁকে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন জিন্দলেরা। তবে তাঁদের হাত থেকে পন্থকে ছিনিয়ে নেন গোয়েনা। কী ভাবে? বাংলার শিল্পপতি বলেন, "পন্থের জন্য ২৭ কোটি দাম দেওয়ার নেপথ্যে বিজ্ঞান রয়েছে। দিল্লি ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শ্রেয়স আয়ারকে দিতে রাজি ছিল। নিলামে আমরা সেটা দেখেছিলাম। পন্থকে নেওয়ার জন্য দিল্লির মালিক পার্থ জিন্দল পাগল হয়ে উঠেছিল। তাই আমি দু'ধাপ উপরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। তিন ধাপও যেতে পারতাম। সেই কারণে ২৭ কোটি দাম দিই।"

নিলামে পন্থের দর উঠেছিল ২০.৭৫ লক্ষ টাকা। লখনউ সেই দরেই ভারতীয় উইকেটরক্ষককে পেতে পারত। কিন্তু দিল্লি চায় পন্থকে নিজেদের দলে ফিরিয়ে নিতে। সেই কারণে আরটিএম কার্ডের ব্যবহার করেছিল তারা। সেই সময় লখনউকে জিজ্ঞেস করা হয় কত দাম দেবে তারা পন্থের জন্য। গোয়েনা ২৭ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলেন। দিল্লি যা দিতে রাজি হয়নি। ফলে পন্থ ২৭ কোটি টাকায় লখনউ দলে চলে যান।

গোয়েনা বলেন, "আমরা জানতাম পন্থকে পাব। সেই কারণে ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করতেও রাজি ছিলাম। তাই যেই ২১-২২ কোটি টাকার মধ্যে নিলাম থামে দিল্লি সঙ্গে সঙ্গে জানায় ওরা পন্থকে নেবে। বুঝতে পারি ওকে দলে নেওয়ার জন্য দিল্লি মরিয়া।" তাঁর সংযোজন, "দিল্লি কেন পন্থকে ধরে রাখেনি বা পন্থ দিল্লিতে কেন থাকতে চায়নি, সেই বিষয়ে আলোচনা করা আমার উচিত নয়। কিন্তু দিল্লি মরিয়া ছিল পন্থকে ফেরাতে। জিন্দলকে দেখে মনে হচ্ছিল ও পন্থকে নেবেই, তাই ২৭ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলি। পন্থকে না পেলে লখনউ দলে এমন কোনও ভারতীয় ব্যাটার থাকত না, যে ইনিংসকে টানতে পারবে। এমন এক জন যাকে ঘিরে পুরো দল তৈরি হবে।"

অবশেষে কাটল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জট

দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে কাটল জট। হাইব্রিড মডেল মেনে নিল পাকিস্তান বোর্ড (ঞ্কঙ্খঙ্ক)। তবে শর্তসাপেক্ষে। শুক্রবার এমনটাই জানাল আইসিসি।

কোনও পরিস্থিতিতেই আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকভূমে যেতে রাজি ছিল না বিসিসিআই। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নিরপেক্ষ কোনও ভেন্যুতে ভারতীয় দলের খেলার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু পাক বোর্ডও ছিল নাছোড়বান্দা। তারা শুরুতে এই হাইব্রিড মডেলের তীব্র বিরোধিতা করে। জানায়, পাকিস্তানেই সব ম্যাচ আয়োজিত হবে। আইসিসির একাধিক প্রস্তাব খারিজ করে দেয় দুই বোর্ড। যৌথভাবে কোনও সিদ্ধান্তেই পৌঁছনো যাচ্ছিল না। শেষে পাক বোর্ড জানায়, শর্তসাপেক্ষে হাইব্রিড মডেলে সম্মতি দেবে তারা। কী সেই শর্ত? ভারত যদি পাকিস্তানে খেলতে না যায়, তবে পাক দলও এদেশে খেলতে আসবে না। অবশেষে কার্যত সেই প্রস্তাবেই দুই পক্ষ রাজি হওয়ায় জটিলতা কাটল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সব ম্যাচ টিম ইন্ডিয়া খেলবে দুবাইয়ে। আর ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে লিগ পর্বের খেলবেন না বাবর আজমরা। তাঁদের ম্যাচ আয়োজিত হবে কলম্বোয়।

হাইব্রিড মডেলে সবুজ সংকেত দিলেও আইসিসির তরফে এর জন্য কোনও আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবে না পিসিবি। তবে তার বদলে ২০২৭ সালে পাকিস্তানে আইসিসির একটি মহিলা টুর্নামেন্ট আয়োজনের সত্ত্ব পেল তারা।

আবার মেজাজ হারালেন রোহিত

খেলার মাঝে আবার মাথা গরম করে ফেললেন রোহিত শর্মা। আকাশ দীপের একটি বল দেখে মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না ভারতীয় দলের অধিনায়ক। হতাশায় চিৎকার করে বকুনি দিলেন বাংলার জোরে বোলারকে। ঘটনাটি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ১১৪তম ওভারের। পঞ্চম বলে ব্যাটার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারে। অফ স্টাম্পের কিছুটা বাইরে বল করার চেষ্টা করেছিলেন আকাশ। তা করতে গিয়ে তাঁর বল পড়ে পিচের বাইরে। সম্ভবত আকাশের হাত ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল বল। প্রথম স্লিপে যাওয়া বল বাঁ দিকে অনেকটা ঝাঁপিয়ে কোনও রকমে আটকান ঋষভ পন্থ। আকাশের ওই বল দেখে মাথা গরম করে ফেলেন রোহিত। ভারতীয় দলের অধিনায়ক চিৎকার করে বলেন, "আরে, তোর মাথায় কি কিছু আছে?" দেখা যায় অপরাধীর মতো মুখ করে বোলিং মার্কে ফিরে যাচ্ছেন আকাশ। বাংলার ক্রিকেটারকে বকুনি দিয়ে রোহিতের এই মন্তব্য ধরা পড়েছে স্টাম্প মাইক্রোফোনে। যা ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। খেলার মাঠে মাঝেমধ্যেই মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না রোহিত। কোনও সতীর্থ ভুল করলে বা সহজ সুযোগ নষ্ট করলে হতাশায়, রাগে চিৎকার করে ফেলেন। রোহিত সাধারণত ফিল্ডিং করেন স্লিপে বা পিচের কাছাকাছি।

ব্রিসবেনে নতুন অবতারে অজি তারকা

তৃতীয় টেস্টের প্রথম সেশন। গাব্বার ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়ামে চলছে ব্যাটে-বলে টক্কর। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সেরা ব্যাটারের মন তখন ক্রিকেট থেকে বহুদূরে। ব্যাটে-বলের লড়াই ছেড়ে তিনি তখন ব্যস্ত শব্দের ধাঁধা সমাধান করতে! শনিবার ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম সেশনে এমন দৃশ্য দেখে অবাক ক্রিকেটমহল। নেটদুনিয়াতেও প্রবল চর্চা তাঁকে ঘিরে।

তিনি স্টিভ স্মিথ। টেস্টে অজিদের হয়ে ৪ নম্বরে ব্যাট করতে নামেন। কিন্তু শনিবার থেকে শুরু হওয়া ব্রিসবেন টেস্টে তাঁর হাতে ব্যাটের বদলে দেখা গেল পেন। প্রতিপক্ষ কোনও বোলার নন, একগুচ্ছ শব্দ। ড্রেসিংরুমে বসে হাতে পেন নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন স্মিথ। সেই দৃশ্য দেখে ধারাভাষ্যকারদের মত, নিশ্চই খবরের কাগজে শব্দজব্দ নিয়ে ব্যস্ত আছেন তারকা অজি ব্যাটার। মাঠে কী হল, সেই নিয়েও বিশেষ ভাবিত নন স্মিথ।

অজি তারকার এই ছবি নিমেষে ভাইরাল হয় নেটদুনিয়ায়। তারপর থেকে নেটিজেনদের মনে প্রশ্ন, ঠিক কী করছেন স্মিথ? কেউ বলছেন, আসলে প্রথম তিন ব্যাটারের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে অজি তারকার। তাই নিশ্চিন্তে আছেন যে এক্ষুনি ব্যাটিংয়ে নামতে হবে না। আবার কারোওর মতে, যেহেতু বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ তাই শব্দের ধাঁধা সমাধান করে সময় কাটাচ্ছেন স্মিথ।

উল্লেখ্য, ব্রিসবেন টেস্টের প্রত্যেক দিনই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তর।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কুমারঘাট কাঞ্চনবাড়ি প্রাইমারি মার্কেটের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধনে কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর: রাজ্যে বর্তমানে ৫৫৪টি কৃষি বাজার রয়েছে। এই বাজারগুলোতেও শেড নির্মাণ, স্টল নির্মাণ, শৌচালয়, পানীয় জল, পয়:প্রণালী সহ যাবতীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট কৃষি মহকুমার অন্তর্গত ফটিকরায় বিধানসভা এলাকার কাঞ্চনবাড়ী এবং রাধানগরে আরআইডিএফ প্রকল্পে গ্রামীন বাজারের উদ্বোধনে একথা বলেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন তিনি বলেন, কৃষি বাজারগুলো আপামর কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃষিজ যন্ত্রপাতি কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিসভার সদস্য সুধাংশু দাস।তাঁর কথায়, রাজ্যে বর্তমানে ৫৫৪টি কৃষি বাজার রয়েছে। এই বাজারগুলোতেও শেড নির্মাণ, স্টল নির্মাণ, শৌচালয় , পানীয় জল , পয় প্রণালী সহ যাবতীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এর ফলে কৃষকরা তাদের কৃষিজাত পন্য সামগ্রী সহজেই কেনাবেচায় অংশ নিতে পারবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

বৃদ্ধ মহিলার ঘরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ ডিসেম্বর: রাতের অন্ধকারে এক বৃদ্ধ মহিলার ঘরে দুঃসাহসিক চুরি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনা বিশালগড়ের গোকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায়।

বিশালগড় থানাধীন গোকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায় সোমবার বিকেলবেলা বৃদ্ধ মহিলা ওনার মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান ঘরে তালা দিয়ে। মঙ্গলবার সকালবেলা উনার পুত্রবধূ দেখতে পায় ঘরের তালা ভাঙ্গা। পুত্রবধূ আশপাশের লোকজনকে খবর দেয় এবং শাশুড়িকে খবর পাঠায়। ওই বৃদ্ধ মহিলা বাড়িতে এসে দেখেন ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র লন্ডভন্ড, আলমারি ভাঙ্গা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন বিশালগড় থানায়।

বৃদ্ধ মহিলা সংবাদ মাধ্যমের কাছে জানান নগদ টাকা এবং স্বর্ণালংকার সহ এক লক্ষ টাকার জিনিস নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এলাকায় রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকাবাসী পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

বিধায়ক বীরজিত সিনহার পৌরহিত্যে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠনের কার্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠনের কার্য্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিত সিনহা।

আজকের ওই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সারা ত্রিপুরায় প্রতিটি জেলায় পঞ্চায়েতে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠন গঠন করার বিষয়ে আলোচনা। উপস্থিত ছিলেন রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠনের সভাপতি অভিজিৎ সরকার, প্রাক্তন যুব কংগ্রেস সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠনের কর্মকর্তারা।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন এআইসিসি সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠন সম্পর্কে প্রচার শুরু করেছিলেন। প্রায় ৬-৭ বছর আগেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এর শাখা সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল। ত্রিপুরায় রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ শাখা সংগঠনের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন বীরজিৎ সিংহ। বর্তমানে ত্রিপুরা প্রদেশের রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংগঠনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অভিজিৎ সরকার।

অনুষ্ঠানে বীরজিত সিনহা আশা ব্যক্ত করেন, সভাপতি অভিজিৎ সরকারের নেতৃত্বে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েতে রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ শাখা সংগঠন গড়ে উঠবে এবং সাধারণ জনগণ এর বিভিন্ন কার্য্যকলাপের মাধ্যমে সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

পাশাপাশি তিনি রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজ্যের গ্রামীণ জনগণের সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশ সনাতন হিন্দুদের উপর বর্বর আক্রমণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে কৈলাসহরে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ ডিসেম্বর: বাংলাদেশ সনাতন হিন্দুদের উপর বর্বর আক্রমণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার কৈলাসহরে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষে এসডিএম এর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপর নির্যাতন ও চিন্ময় প্রভুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়েছে বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ। মঙ্গলবার কৈলাসহরের বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে এক সুসজ্জিত রেলি করে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে এক পথসভায় মিলিত হয়। এরপর বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের সভাপতি দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য এর নেতৃত্বে সাত জনের প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

আজকের এই স্মারকলিপির মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশের হিন্দু সনাতনীদের উপর বর্বর আক্রমণ বন্ধ করা ও অবিলম্বে স্বামী চিন্ময় দাস এর মুক্তি দেওয়া। এই দাবী সনদ মহকুমা শাসকের মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত গোকুলনগরস্থিত বিএসএফ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে, উপস্থিত ডিআইজি ভিকে কাসানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১৭ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার বিশালগড় গোকুলনগর স্থিত বিএসএফ এর সদর কার্য্যালয়ে বিএসএফ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় প্রথমবারের মতো বার্ষিক ক্রীড়া হয় প্রতিযোগিতা। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিদ্যালয়টি ২০২২ সালে যাত্রা শুরু করেছিল।বর্তমানে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত চলছে পঠনপাঠন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর ডিআইজি ভি.কে.কাসানা।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, রাষ্ট্র নির্মানের কারিগর তাই তাদের সার্বিক বিকাশে বিকশিত করার দরকার। এই দায়িত্ব অভিভাবক দের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা দেরও নিতে হবে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে শিশু দের সার্বিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে খেলাধুলা, নাচ গান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও শিক্ষার্থীদের পাঠ দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক মধুর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের দের মধ্যে ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কল্লোল রায়, বিএসএফ এর ডেপুটি কমান্ডেন্ট সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রথম বারের মতো আয়োজিত এই বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবকে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে।ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, কাবাডি,বুক ব্যালেন্স সহ অনেক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে সব গেলো রাউন্ডে বিজয়ী প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী দের মেডেল ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সহ স্কুলের অধ্যক্ষ।

হরিশনগর চা বাগানে প্রশাসনিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,১৭ ডিসেম্বর: বিশালগড় মহকুমাস্থিত হরিশনগর চা বাগানে বাগান শ্রমিকদের জন্য একটি গুরুত্বপুর্ন প্রশাসনিক শিবিরের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার এই প্রশাসনিক শিবিরের মধ্য দিয়ে এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে সরকারি বিভিন্ন সুবিধা পৌঁছে দেবার কাজ করে বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্য্যালয়।প্রশাসনিক শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা শাসক ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জৈশওয়াল,অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর দ্বিজ গোয়েল ও রিংকু রাথেল, বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী, ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস সহ অন্যান্যরা। এই শিবিরে প্রায় ২০০ জনের অধিক নাগরিক তাদের আধার আপডেশন করায়। ১০০ জনের মত নাগরিকদের পিআরটিসি সহ বিভিন্ন কাস্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রদানের ক্ষেত্রে জোড় দেন জেলা শাসক।

বিদ্যালয় স্তরে ড্রপ আউট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা হয়। টিবিরোগমুক্ত করার প্রকল্পে সাধারণ নাগরিকদের ওয়াকিবহাল করা সহ এলাকায় বাল্য বিবাহ রোধে জনসাধারনকে সচেতন করেন জেলা শাসক সহ মহকুমা শাসক। মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী জানান প্রশাসনিক এই শিবিরে সাধারণ মানুষের কাছে সব ধরনের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়, এবং আগামী দিনেও ধারাবাহিক ভাবে বিশালগড় মহকুমা এলাকায় এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হবে।

কমলপুরে ’বাল বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৭ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার বেলা ১২টায় রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে কমলপুরের পিএম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হল জেলা ভিত্তিক ’বাল বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী ও দানা শস্য চাষ এবং উপকারিতা নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।মঙ্গলবার বেলা ১২টায় একদিনের ধলাই জেলা ভিত্তিক বাল বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কমলপুর বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নগর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, দুর্গা চৌমুহনী বিদ্যালয় পরিদর্শক ঝুনু দেববর্মা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের এস এম সি’র ভাইস চেয়ারম্যান কৃষ্ণপদ দেবরায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনীর কনভেনার সুফুল শুক্ল বৈদ্য। প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন মহকুমা বিদ্যালয় থেকে মোট ৩২টি বিভিন্ন বিজ্ঞান মডেল নিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে।

ছৈলেংটায় রাস্তা নির্মাণের এক মাসের মধ্যেই বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর : এক মাস পূর্বে নির্মিত সড়ক ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। ধলাই জেলার লংতরাইভ্যেলী মহকুমার মনু পিডব্লিউডি এর অন্তর্গত ছৈলেংটা ফায়ার সার্ভিস থেকে ছৈলেংটা ভাঙ্গামুড়া স্কুল যাওয়ার ২ কিমি সড়ক নির্মাণের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়া, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের আমলে একাংশ ঠিকেদার সরকারি কর্মচারী ও চুনোপুটি নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চরম পর্য্যায়ে দুর্নীতি করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। মনু পিডব্লিউডি এর অন্তর্গত ছৈলেংটা ফায়ার সার্ভিস থেকে ছৈলেংটা ভাঙ্গামুড়া স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটি দেখলে এইসব অভিযোগের সত্যতা আয়নার মতো পরিষ্কারভাগে প্রমাণিত হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২০২২ সালে ধলাই জেলার লংতরাইভ্যেলী মহকুমার মনু পিডবলুডি অন্তর্গত ছৈলেংটা ফায়ার সার্ভিস থেকে ছৈলেংটা ভাঙ্গামুড়া স্কুল পর্যন্ত ২ কিমি সড়ক নির্মাণের টেন্ডার পায় স্থানীয় ঠিকেদার গৌরগোবিন্দ সাহা। টেন্ডার পাওয়ার পর ঠিকেদার গৌরগোবিন্দ সাহা, বহু তালবাহানা করে ২০২৪ এর অক্টোবর মাসে কাজ সম্পন্ন করে কাজের বিল হাতিয়ে নেয়। কিন্তু সড়ক নির্মাণ করার এক মাস যেতে না যেতেই ঐ রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে।

এদিকে, স্থানীয় জনগণের নির্মাণ শুরু হওয়ার প্রাথমিক সময় থেকেই অভিযোগ ছিল এই রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতি হচ্ছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে মনু পিডব্লিউডি-এর এসডিও সেই দুর্নীতির দিকে নজর দেন নি। এতে সরকারি টাকার আদ্য শ্রাদ্ধ হয়েছে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্থানীয় এলাকাবাসী জানায়, বর্তমানে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় প্রত্যেকটি জেলাতেই রাস্তার বেহাল দশা হয় আছে। যদিও কিছু কিছু জায়গায় সড়ক নির্মাণ কাজ চলছে বা সড়ক নির্মাণ কাজ হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক জেলাই এইরকম সড়ক নির্মাণ কাজের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এর জন্য একাংশ ঠিকেদারদের দায়ী করছেন স্থানীয়রা।

তাঁরা আরো বলেন, ধলাই জেলা তুলনামূলক প্রত্যন্ত হওয়ার কারণে ঠিকেদাররা সরকারি কর্মচারী ও স্থানীয় নেতাদের মদতে দুর্নীতি করে সড়ক নির্মাণ করে বিল হাতিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু স্থানীয়রা বিপাকে পরেও কিছু বলতে পারছেন না।

ধর্মনগরে কংশের মতো কিছু ব্যক্তিরা রয়েছে যারা প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে চাইছে: বিশ্ববন্ধু সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ ডিসেম্বর: মঙ্গলবার কালীদীঘীর পাড়ে গড়ে ওঠা আম্রকুঞ্জ পরিদর্শনে যান ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ উঠে আসছিল উক্ত জায়গায় কিছু অসামাজিক ব্যক্তিরা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে খালি বোতল গুলো আম্রকুঞ্জের নীচে, কালী দীঘীর ভেতর ফেলে দিচ্ছে। এই খবর পেয়ে মঙ্গলবার সেই জায়গা পরিদর্শনে যান ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন। সেখানে গিয়ে তিনি সবকিছু খতিয়ে দেখেন, আশপাশের জনগণদের সাথে এব্যাপারে কথা বলেন এবং অসামাজিক ব্যক্তিদের প্রতি তীব্র নিন্দা জানান রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

তিনি বলেন ধর্মনগর শহরকে আবর্জনা মুক্ত করে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। উনার এই উদ্যোগে জনগণরাও এগিয়ে এসেছেন। কালী দীঘীর পাড়ে গড়ে ওঠা আম্রকুঞ্জ ও আশপাশের গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনসাধারণও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু কিছু কিছু খারাপ চিন্তাধারার অসামাজিক ব্যক্তিরা রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত শহরের সুন্দর্য্য বৃদ্ধিতে বাধা দিচ্ছে। আম্রকুঞ্জ ও আশপাশের গাছগুলির আশেপাশে গাছের মধ্যে আবর্জনা নেশা সামগ্রী ফেলছে।

যারা এধরনের কাজ করছে তাদের এই আচরণকে নিন্দা জানান বিধায়ক। তিনি বলেন যুগে যুগে কংশ রয়েছে, কংশের মতো ব্যক্তিরা রয়েছে। কংশ যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল ঠিক তেমনি এযুগেও কংশের মতো ব্যক্তিরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে চাইছে। সেইসাথে জনগণ যে স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য্যতার প্রতি আগের থেকে বর্তমানে অনেক সচেতন হয়েছেন সেই বিষয়ও তিনি তুলে ধরেন ও প্রসংশা করেন।

স্থানীয় জনজাতিদের নিয়োগ দাবীতে কারখানার গেটে বিজেপির বিক্ষোভ

বাঁকুড়া , ১৭ ডিসেম্বর(হি.স.) : কারখানায় স্থানীয় কর্মীরা কাজ না পেয়ে গেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের হাট আশুরিয়ায়।বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য ’আমাদের অপরাধ আমরা বিজেপি করি, তাই আমাদের কাজ করার অধিকার নেই। আমরা খেয়ে পরে বেঁচে থাকি তা শাসক দল চায় না। তাই বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা হয়েও কাজ চাইতে এলে আমাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়’।মঙ্গলবার সকালে বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের হাট-আশুড়িয়ার একটি ফেরো অ্যালয় কারখানার সামনে ক্ষোভ উগরে দিলেন সীতা বাগদী সহ এক ঝাঁক নারী পুরুষ।

এদিন বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার কনভেনার স্বরূপ ঘোষ হাট-আশুড়িয়ার ’মাইথন ফেরাস প্রাইভেট লিমিটেড’ নামক একটি ফেরো অ্যালয় কারখানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তিনি তাদের দলের সমর্থক কর্মীদের ঠিকা শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করার দাবি জানান। সেই সময় কিছু কর্মরত শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দাবি করেন তাদের কাজ বন্ধ করতে হুমকি দিচ্ছে বিজেপির লোকেরা।

অন্ধ্রপ্রদেশের মঙ্গলগিরিতে এইমস-এর সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার অন্ধ্র প্রদেশের মঙ্গলগিরিতে এইমস-এর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি মঙ্গলবার অন্ধ্র প্রদেশের মঙ্গলগিরিতে এইমস-এর প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান আমাদের জাতীয় লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে চিকিৎসকদের, বিশেষ করে তরুণ চিকিৎসকদের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। তরুণ ডাক্তাররা গ্রামীণ, জনজাতি ও প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদানে অগ্রাধিকার দিন। সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী চিকিৎসা বিজ্ঞানের সামনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসতে থাকে। এই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য নতুন সমাধান প্রয়োজন। কিছু ডাক্তার আছেন যাঁরা ছাত্র, তরুণ চিকিৎসক, রোগী এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অফুরন্ত সম্মান ও স্নেহ পান। এমন চিকিৎসকদেরই আমাদের রোল মডেল করা উচিত। তিনি এও বলেন যে, চিকিৎসা পেশায় নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান এটাই প্রমাণ করে যে, আমাদের সমাজ সত্যিই উন্নত হচ্ছে।াষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার থেকে শনিবার (২১ ডিসেম্বর) পর্যন্ত পাঁচদিনের অন্ধ্র প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা সফরে। এই সময়ে তিনি সেকেন্দ্রাবাদের রাষ্ট্রপতি নিলয়মে থাকবেন।এদিন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল এস. আব্দুল নাজির, মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপমুখ্যমন্ত্রী কে. পবন কল্যাণ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে বিজয়ওয়াড়ায় তাঁকে স্বাগত জানান।

রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি ১৭ ডিসেম্বর অন্ধ্র প্রদেশের মঙ্গলগিরিতে এইমস-এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রাষ্ট্রপতি ১৮ ডিসেম্বর সেকেন্দ্রাবাদের রাষ্ট্রপতি নিলয়মে একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। ২০ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রপতি সেকেন্দ্রাবাদের ডিফেন্স ম্যানেজমেন্ট কলেজে প্রেসিডেন্টস কালার প্রদান করবেন। রাষ্ট্রপতি নিলয়মে রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিক এবং শিক্ষাবিদদের সম্মানে আয়োজিত এক সভায় যোগ দেবেন বলেও জানা গেছে।

প্রায় দুইবছর পর টেট-এর দিনক্ষণ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর: প্রায় দুই বছর পর টেট-এর দিনক্ষণের বিজ্ঞপ্তি জারি করলো টিআরবিটি। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ামক ডা: শঙ্খ ঘোষ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে আগামী ২০ এপ্রিল টেট- ওয়ান এবং ২৭ এপ্রিল টেট- টু নেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ জানুয়ারী বিকাল ৪টা থেকে অনলাইনে আবেদন শুরু হবে। শেষ হবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টা পর্যন্ত। পরীক্ষায় ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৪ মার্চ। এডমিট কার্ড ডাইনলোড করার সময়সীমা ২ এপ্রিল।

অতিসত্বর জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর: অতিসত্বর জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে আগরতলা পূর্বাশার পাশে জেল পুলিশের মূখ্য কার্য্যালয়ে সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন চাকুরী প্রত্যাশিত যুবকরা। পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতিনিধি দল নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন।জনৈক চাকুরী প্রত্যাশিত যুবক জানিয়েছেন, ২০২২ সালে ডিসেম্বর মাসে জেল পুলিশের নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ২৪৯ জন পরীক্ষার্থীদের শারীরিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের রিটেন ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে না।তাদের অভিযোগ, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একাধিকবার ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল।

ত্রিং উৎসবে নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সরব টিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর: আগামী ২২ ডিসেম্বর ত্রিং উৎসব। এই উৎসবকে সামনে রেখে পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানালো তুইপ্রা স্টুডেন্টস ফেডারেশন।

আগামী ২২ ডিসেম্বর সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে ত্রিং উৎসবে পালিত হবে এবং ২১ ডিসেম্বর রাতে গান, সাংস্কৃতিক নৃত্য সহ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি জমকালো উদযাপনের মাধ্যমে ত্রিং উৎসবকে স্বাগত জানানো হয়। ইত্যাদি। এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে এইদিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে, টিপিএসসির তরফ থেকে এক নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।তাই টিএসএফ-এর তরফ থেকে টিপিএসসি ওইদিন পরীক্ষা বাতিল করার আবেদন জানিয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।